NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ কোহলির ব্যাটে ইতিহাস, টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন আরসিবি

দিল্লিতে বহুতল ভেঙে চারজনের মৃত্যু ৭

কলকাতা ১ জুন ২০২৬ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.06.2026, Vol.19, Issue No. 348, 8 Pages, Price 3.00

এবার চণ্ডীতলায় জনরোষে কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চণ্ডীতলা: শনিবার বিকেলে সোনারপুরে জনরোষের মুখে পড়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে হুগলির চণ্ডীতলায় জনরোষের মুখে পড়লেন তৃণমূলের আর এক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন চণ্ডীতলা থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের। তৃণমূলের সেই কর্মসূচি ঘিরে আগে থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় থানার সামনে। অশান্তি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর মধ্যেই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, তাঁকে মারধর করা হয়েছে। মাথায় হাত চেপে রাস্তায় শুয়েও পড়েন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এদিনই কল্যাণের বাড়িতে তাঁকে দেখতে যান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসা, তোলাবাজি, দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যজুড়ে একের পরে এক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। প্রাক্তন বিধায়ক থেকে কাউন্সিলর, বাদ যাচ্ছেন না কেউই। যদিও তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন তাঁরা। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদেই শনিবার ডানকুনি থানায় স্মারকলিপি জমা দেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন চণ্ডীতলা থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা ছিল একই ইস্যুতে। চণ্ডীতলা মোড় থেকে থানার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন কল্যাণ। অভিযোগ, একদল লোক তাঁকে দেখে 'চোর', 'চোর' স্লোগান দেন। তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়। অভিযোগ, দূর থেকে ঢিলও ছোড়া হয়। তাতে আঘাত পেয়েছেন দাবি করে রাস্তায় শুয়েও পড়েন কল্যাণ। এর পরেই কল্যাণ-সহ স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় বসে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও। তাঁর সঙ্গেও কথা কাটাকাটি হয় সাংসদের। অভিযোগ থাকলে থানায় গিয়ে অভিযোগ

রাস্তায় শুয়ে পড়েছেন আহত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানানোর পরামর্শও দেওয়া হয় সাংসদকে।

এই ঘটনায় এক্স হ্যান্ডলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। বিজেপির সমর্থকরা লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা করে। আজ মুখ্য সচেতক (লোকসভা) কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই ঘটনার শিকার।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার অবশ্য কল্যাণের এই ঘটনাকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'জনতাই কল্যাণের কল্যাণ করে দেবে। তিনি একসময়ে আমায় চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, শ্রীরামপুরে আয়। দেখুন, সুকান্ত বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জনতাই তাঁর কল্যাণ করে দেবে কি না দেখতে হবে। তিনি সংসদে যা নাটক করেন, বাইরে তো করবেনই।' অন্য দিকে, কল্যাণের ওপর হামলার কথা শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। অখিলেশ রবিবার সমাজ মাধ্যমে জানান, বিজেপির মনে রাখা উচিত, যে হিংসাত্মক রাজনীতিকে তারা দুধ-কলা খাইয়ে লালন-পালন করছে, সেটি আসলে বিষাক্ত সাপ পোষার শামিল।

সোনারপুরে ধৃত লাভলি-ঘনিষ্ঠরাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার বিকেলে সোনারপুরের কামরাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় সারারাত বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করল সোনারপুর থানার পুলিশ। অভিষেককে ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনার পরই পুলিশ ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ ও ভাইরাল হওয়া মোবাইল ভিডিয়ো সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করে। ভিডিয়োও হামলায় সরাসরি জড়িতদের চিহ্নিত করা হয়। এরপর সারারাত অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ সরকারি কাজে বাধা, অশান্তি সৃষ্টি ও আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের মামলা দায়ের করেছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সোনারপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই হামলার পিছনে আরও কেউ জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংগৃহীত ভিডিয়ো ফুটেজ থেকে ঘটনাস্থলে আরও কয়েকজনের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাই সেই সূত্র ধরে আগামী দিনে তদন্তে গ্রেপ্তারির সংখ্যা বাড়তে পারে। সোনারপুর থানা সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই ঘটনায় জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যদিও এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার দায় নিয়েও রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এটা একটা পূর্বপরিকল্পিত হামলা। যদিও পদ্ম শিবিরের স্পষ্ট দাবি, এর সঙ্গে কোনও বিজেপি কর্মীর যোগাযোগ নেই, বরং এই ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত জনক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু না। তবে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, অভিষেকের ওপর হামলার ঘটনায় ধৃতরা দক্ষিণ সোনারপুরের প্রাক্তন বিধায়ক লাভলি মৈত্রের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আর এই সূত্রেই অভিষেকের ঘটনায় সরাসরি নাম জুড়ল তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়িকার। যদিও শনিবার এই ঘটনায় অভিষেক

ধৃত আকাশ গায়েন।

বন্দোপাধ্যায় পুরোটাই বিজেপির কাজ বলেই অভিযোগ করেছিলেন। যদিও ঘটনাস্থলে তৃণমূলের শাসনকালে দাপটের ইতিহাস থাকায় সেখানে এই 'নব্য বিজেপি'র রাতারাতি আবির্ভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে আদি বিজেপি কর্মীরাই। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, ৪ মে রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি সেজে ওঠা ব্যক্তিরাই এই ঘটনার পিছনে রয়েছে।

অভিষেক শনিবারই মার খেয়ে বলেছিলেন, পুরোটাই বিজেপির কাজ। কিন্তু যে জায়গায় কিছুদিন আগেও তৃণমূলের ব্যাপক দাপট ছিল, সেখানে রাতারাতি এত বিজেপি কর্মী এলেন কোথা থেকে? এখানেই অন্য গন্ধ পাচ্ছেন আদি বিজেপি কর্মীরা। অনেকেই বলছেন, পালাবদলের পর রাতারাতি তৃণমূল থেকে বিজেপি হয়ে নিজেদের বিজেপি কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে ঘুরছেন অনেকে। ফলে এর পিছনে তাঁদেরও কারও কারও হাত থাকতে পারে। তবে সোনারপুর থানার পক্ষ থেকে যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় সামনে আসতেই চর্চা তুঙ্গে। তাঁরা প্রত্যেকেই পূর্বতন বিধায়ক লাভলি মৈত্রের কাছের লোক ছিলেন বলেন জানা যাচ্ছে।

সই জালে সিআইডির সিট গঠন, যাবেন অভিষেক?

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের নথিতে বিধায়কদের ভুয়ো স্বাক্ষর ব্যবহারের অভিযোগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমবার তলব করেছে সিআইডি। এই ঘটনার তদন্ত জোরদার করতে ৫ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে আছেন এক স্পেশ্যাল সুপারিনটেনডেন্ট। কিন্তু সোনারপুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিষেক চিকিৎসকদের সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ অমান্য করে সিআইডির ডাকে সাড়া দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে তীব্র ধন্দ রয়েছে। অভিষেক সুস্থ হওয়ার জন্য সিআইডির কাছে আরও কিছুদিন সময় চেয়ে আবেদন করেন নাকি এদিনই কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ভবানী ভবনে পৌঁছন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

এরই মধ্যে সোনারপুরে হামলার ঘটনার পর রবিবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অভিষেকের নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার তাঁকে 'এক্স' ক্যাটেগরির সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। আপাতত নিজের বাড়িতেই চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইপাসের ধারের দু'টি বেসরকারি হাসপাতাল তাঁকে পরীক্ষা করে 'ফিট' সার্টিফিকেট দিলেও, তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। অভিষেকের চোখের পুরনো একটি সমস্যা রয়েছে। শুক্রবারের অনভিপ্রেত হামলায় তাঁর চশমা ভেঙে যাওয়ায় চোখে নতুন করে কোনও আঘাত লেগেছে কি না, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। ফলে এখন থেকে সার্বক্ষণিকভাবে তিনজন সশস্ত্র রক্ষী তাঁর নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবেন।

উল্লেখ্য, শনিবার সোনারপুরে হামলার ঘটনার পর রাতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু'টি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও মমতার অভিযোগ, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হয়নি। এরপর কালীঘাটের বাড়িতেই আইসিইউ-এর চিকিৎসক, অক্সিজেন সিলিন্ডার, স্যালাইন-সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও দুই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভর্তি নেওয়ার মতো শারীরিক অবনতির পরিস্থিতি তাঁর ছিল না। তবে মমতার অভিযোগ, বিজেপি সরকার ও প্রশাসনের চাপে পড়ে হাসপাতালগুলি অভিষেককে ভর্তি নিতে অস্বীকার করেছে। ভর্তি না নিতে পারার জন্য নাকি চিকিৎসকরাই তাঁর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন বলে মমতার দাবি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কলকাতা দক্ষিণের পুলিশকর্তারা হাসপাতালের ভিতরে তাঁদের হুমকি দিয়েছেন। শনিবার হাসপাতাল চত্বর থেকেই মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে অভিষেকের শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে হাসপাতালগুলিকেই তার দায় নিতে হবে।

ভারসাম্যের সমীকরণেই আজ মন্ত্রিসভার বিস্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সকাল ১১টায় লোকভবনে গঠিত হতে চলেছে সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী পরিষদ। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এইদিন ৩৫ জন নতুন সদস্য শপথ নেবেন। লোকভবনে রাজ্যপাল আরএন রবি তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের তিন সপ্তাহ পর এই প্রথম মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হচ্ছে। এতদিন মাত্র পাঁচ জনের হাতে সবক'টি দপ্তরের দায়িত্ব ছিল। এবার তা বদলে রাজ্য পেতে চলেছে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী পরিষদ। নতুন ৩৫ জন মন্ত্রী শপথ নিলে মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে হবে ৪১। সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী, ২৯৪ সদস্যের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বাধিক ৪৪ জন মন্ত্রী রাখা সম্ভব। ফলে এখনও তিনটি পদ খালি থাকবে।

রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্বের অন্যতম কারণ ছিল আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, রাঢ়বঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ; প্রায় সব অঞ্চল থেকেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। তাই সব জেলার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সময় নিয়ে তালিকা চূড়ান্ত করেছে। গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক

> আগামিকাল পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রবাদী সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হতে চলেছে। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৫ জন মন্ত্রী সকাল ১১টায় লোকভবনে শপথ গ্রহণ করবেন।
>
> — শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

ভট্টাচার্যের দিল্লি সফরের পর থেকেই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের জল্পনা জোরদার হয়। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের পরই চূড়ান্ত অনুমোদন মিলেছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। তবে এখনও পর্যন্ত কারা মন্ত্রী হচ্ছেন, তা নিয়ে মুখ খোলেননি মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির ২০৮ জন বিধায়কের মধ্যে কারা মন্ত্রিসভায় স্থান পাচ্ছেন, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। মহিলা প্রতিনিধিত্ব, অভিজ্ঞ ও নবীন মুখের ভারসাম্য এবং সামাজিক সমীকরণ; সব দিক বিবেচনা করেই তালিকা তৈরি হয়েছে বলে দলীয় সূত্রের দাবি।

রাজনৈতিক মহলের নজর এখন শুধু মন্ত্রীদের নামের দিকে নয়, দপ্তর বণ্টনের দিকেও। শপথগ্রহণের পরই মুখ্যমন্ত্রী নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে দিতে পারেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। স্বরাষ্ট্র ও অর্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর শুভেন্দু নিজের কাছেই রাখবেন কি না, তা নিয়েও কৌতূহল রয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় নারী প্রতিনিধি ও পিছিয়ে পড়া অংশের বিধায়কদের মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। মন্ত্রিসভার মোট ৩৫ জনের প্রায় অর্ধেক নারী মুখ আসতে পারেন স্বাধীন দায়িত্ব নিয়ে, এমনটাই জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। স্বাস্থ্যের দায়িত্ব দলের কোনও চিকিৎসক-বিধায়কের কাঁধে পড়তে পারে। শিক্ষার দায়িত্ব দলের উচ্চশিক্ষিত কোনও বিধায়ক পেতে পারেন বলেই জল্পনা রয়েছে।

মদনের ভিলার তালা ভাঙল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার দুপুরে তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের কামারহাটির পরিচিত ঠিকানা 'উদয় ভিলা'র তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকল ব্যারাকপুর কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী। এইদিন কমিশনারেটের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী ভবনটি ঘিরে ফেলে। তখন বাড়ি পুরোপুরি তালাবন্ধ, ভেতরে কেউ ছিলেন না। প্রায় একঘণ্টা তল্লাশির পর আবার তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যান আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে দাবি, রবিবারের অভিযানের কারণ ছিল জমি নিয়ে প্রশ্ন। পুলিশের অভিযোগ, যে জায়গায় এই ভবন দাঁড়িয়ে আছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার মালিকানাধীন বলেই জানা গেছে। যদিও বিনা অনুমতিতে কী ভাবে সেখানে এই ভবন গড়ে উঠল, সেই খতিয়ানই এখন খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। এছাড়াও জমির মালিকানার নথিপত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

মঙ্গল থেকে রাজপথে ধরনায় মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২ জুন, মঙ্গলবার ফের রাজপথে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবিবার শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে তাদের জুন মাসের কর্মসূচি ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি পুর অঞ্চল ও পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সাংসদের উপর হামলার পাশাপাশি নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দলের কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদেও সরব হবেন কর্মীরা। মঙ্গলবার ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ধরনায় বসবেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ধরনায় শুধু রাজনৈতিক হিংসার প্রতিবাদ নয়, কলকাতার রাজপথে হকার উচ্ছেদ-সহ একাধিক জনস্বার্থের ইস্যু তুলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কালীঘাটে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক বাতিলের পর এই কর্মসূচিকে চাঙ্গা করার নতুন কৌশল হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। ধরনামঞ্চ থেকে মমতা দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেন এবং আর জেলায় জেলায় প্রতিবাদের ঢেউ আদৌ কতটা ছড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে আছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

উল্লেখ্য, রবিবার বিকেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিধায়কদের যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল, সেখানে ৮০ জনের বিধায়ক দলের মাত্র ২০ জন হাজির ছিলেন। জানা গিয়েছে, হাজিরার হিসাবে বিরক্ত হয়ে রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে ডাকা তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠক বাতিল করেন। রবিবার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ডাকে সমন্বয়ের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ন্যূনতম উপস্থিতি না হওয়ায় বৈঠক পণ্ড হয় বলেই তৃণমূল সূত্রে খবর। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে দলের মুখ বাঁচাতে দলের মুখপাত্রের ব্যাখ্যা, অভিষেক ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার পর বিধায়করা নিজেদের এলাকায় কর্মসূচিতে জড়িয়ে পড়েছেন, হামলা-মামলার চাপে শনিবার সন্ধে থেকে বৈঠক সরানোর অনুরোধ আসছিল। তাই এদিন ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে যদি আগে থেকেই বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়, তবে ২০ জন কেন কালীঘাটে বৈঠকে এলেন? দলীয় নেতৃত্ব কি উপস্থিতির আন্দাজ পাননি?

'মনের কথা'য় ঐতিহ্য সংরক্ষণ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান

নয়াদিল্লি, ৩১ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১৩৪তম পর্বে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে তরুণদের সাফল্য, প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, গ্রীষ্মকালীন ফল ও ঐতিহ্যবাহী পানীয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি যুবসমাজের আগ্রহ, সেনা কল্যাণে নাগরিকদের অবদান, নদী পরিচ্ছন্নতা এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ-সহ একাধিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একইসঙ্গে তিনি জাতি গঠন, সাংস্কৃতিক গর্ব এবং সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে আয়োজিত ন্যাশনাল সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিভিন্ন বিভাগে নতুন রেকর্ডের মালিকদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে কথা বলেন দুই অ্যাথলিট গুরিন্দরবীর সিং এবং অনিমেষ কুজুরের সঙ্গে। সাম্প্রতিক নেদারল্যান্ডস সফরের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন,

সেখানে এক অনুষ্ঠানে চোল যুগের ২১টি বড় এবং ৩টি ছোট তাম্রফলক ভারতের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে আমি ইউরোপের নেদারল্যান্ডস সফরের সুযোগ পেয়েছিলাম, যেখানে আমি বেশ কয়েকটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছি। সেখানকার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে চোল আমলের প্রাচীন তাম্রফলকগুলো ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। আমি এই ফলকগুলো সম্পর্কে দেশ-বিদেশ থেকে ক্রমাগত বার্তা পাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিশেষ উন্মাদনা বিরাজ করছে।' তিনি আরও বলেন, 'এখানে ২১টি বড় এবং ৩টি ছোট তাম্রফলক রয়েছে। এগুলো প্রধানত রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে আনাইমঙ্গলম গ্রামটি বৌদ্ধ বিহারকে দান করার কথা উল্লেখ আছে। এগুলোতে চোল রাজবংশের কৃতিত্বের বর্ণনাও রয়েছে। এগুলো রাজবংশের শক্তিশালী সামুদ্রিক শক্তির পরিচয় দেয়। আমরা সকলেই চোল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। আমাদের সরকার এই ধরনের অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে।' গ্রীষ্মকাল প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত আমের প্রজাতির ও ঐতিহ্যবাহী পানীয়ের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ অংশই তীব্র গরমে কাবু। এই ঋতুতে নিজের যত্ন নেওয়া খুব জরুরি- জল পান করতে থাকুন, রোদে বের হওয়ার সময় সতর্ক থাকুন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে জারি করা নির্দেশিকাগুলি ভুলবেন না।' জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তরুণদের আগ্রহের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের বরাবরই বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি যুবকদের অবশ্যই একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাবে যোগ দিতে উৎসাহিত করব এবং এই ছুটির সময়, অবশ্যই একটি প্ল্যানেটেরিয়ামেও ঘুরে আসতে বলব।'

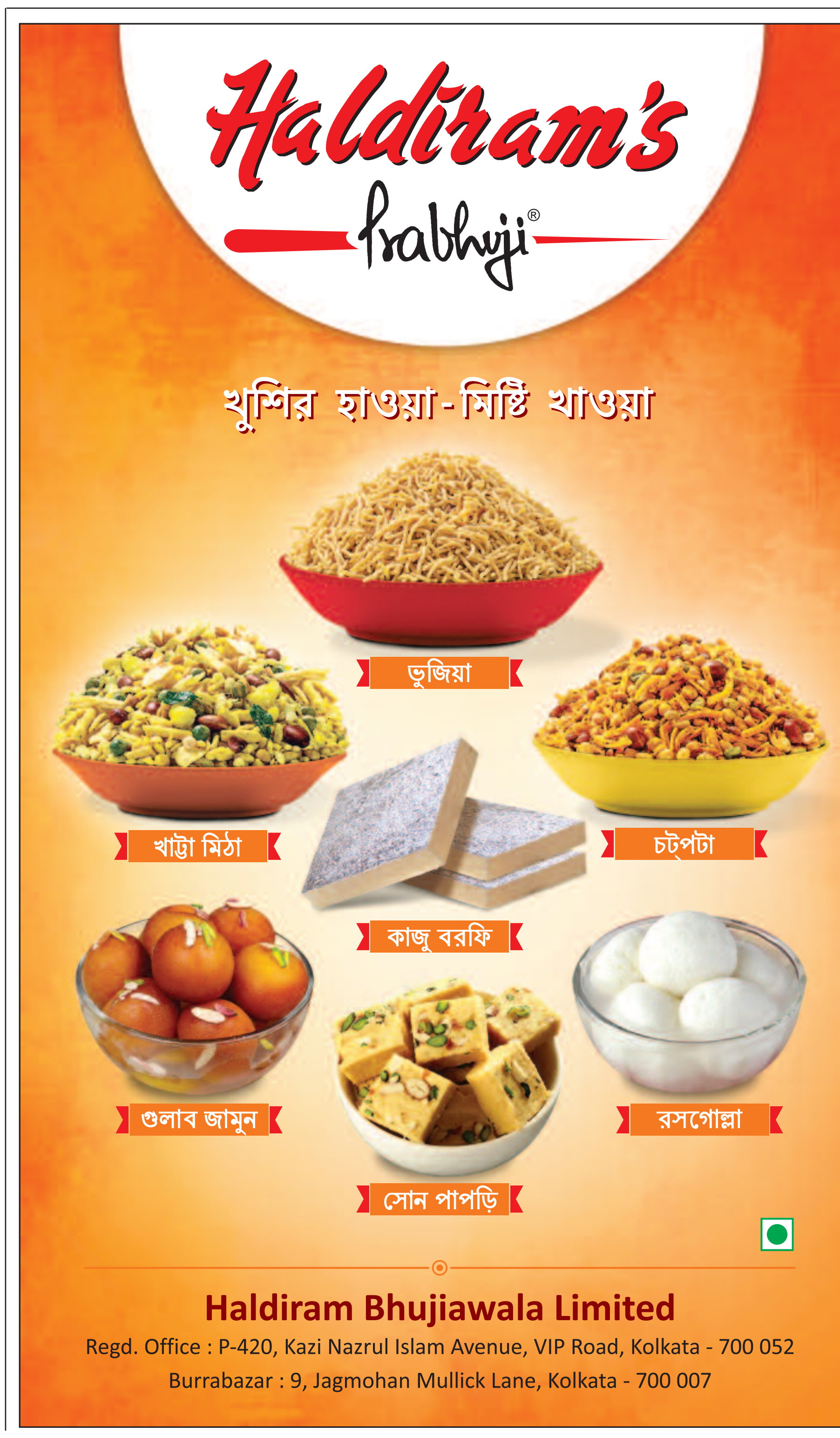

অন্নপূর্ণা যোজনায় কাজ করবেন ২২ আইএএস অফিসার, নির্দেশিকা জারি নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দিতে এবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। রবিবার থেকে রাজ্যের সবকটি জেলায় আবেদনপত্র বিলি আর জমা নেওয়ার কাজ নিজে দেখবেন ২২ জন সিনিয়র আইএএস অফিসার। মুখ্যসচিবের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২ জুনের মধ্যে জেলাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা শেষ করতে হবে। ৩ জুন থেকে সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে।

মেমো নম্বর ১৫৭-সিএস/২০২৬-এ স্পষ্ট, কোনও যোগ্য মানুষ যাতে বাদ না পড়েন, সেটাই মূল নজরদারি। জেলাশাসকদের বলা হয়েছে, অঙ্গনওয়াড়ি, আশাকর্মী সহ তৃণমূল স্তরের কর্মীদের দিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম ভরানোর কাজ চালাতে হবে। কলকাতায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রভাত কুমার মিশ্রকে। উত্তর ২৪ পরগনার দায়িত্ব পেয়েছেন বিনোদ কুমার, দক্ষিণে ওঙ্কার সিং মিনা, দার্জিলিং-কালিম্পংয়ে বরুণ কুমার রায়। নদিয়া, হাওড়া, হুগলি থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম; প্রতিটি জেলায় একজন করে পর্যবেক্ষক বসানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি থেকে মালদা, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সব জেলাতেই ২২ জন পর্যবেক্ষক কাজ করবেন।

এই মেগা তদারকির রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট দেখছেন রাজনৈতিক মহল। রাজ্য সরকার চাইছে, প্রকল্পের লাভ যেন উপভোক্তাদের কাছে সময়মতো পৌঁছয়, আর তাতে কোনোরকমের ফাঁকফোকরের সুযোগ না থাকে। নবান্নের নির্ধারিত ডেডলাইনে এবার জেলা প্রশাসনও নড়েচড়ে বসবে বলেই সূত্রের খবর।

কাউন্সিলরের দখলে থাকা কমিউনিটি হল থেকে উদ্ধার ওষুধ-শাড়ি-ত্রিপল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়ার পর এবার উত্তর কলকাতায়, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখল শহরবাসী। উত্তর কলকাতার আহিরিটোলার বি কে পাল পার্ক সংলগ্ন সরকারি কমিউনিটি হল থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী। শনিবার শ্যামপুকুরের বিজেপি বিধায়িকা পূর্ণিমা চক্রবর্তী ও জোড়াবাগান থানার পুলিশ যৌথভাবে হানা দিয়ে বিপুল সংখ্যায় সাজানো ত্রিপল, ওষুধ, শিশুদের সিরাপ, শাড়ি ও নতুন জামাকাপড় উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ৯ নম্বর ওয়ার্ড-এর তৃণমূল কাউন্সিলর শিখা সাহা ও তাঁর স্বামী মনতোষ চট্টোপাধ্যায় এই কমিউনিটি হলটি নিজেদের দখলে রেখে দিয়েছিলেন।

রাহুল গান্ধির সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। এই ঘটনায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রকাশ্যে অভিষেকের পাশে দাঁড়িয়ে হামলার তীব্র নিন্দা করেন। এরপর রাহুল গান্ধির সমর্থনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে রবিবার দীর্ঘ বার্তা প্রকাশ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাহুল গান্ধি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, একজন নির্বাচিত সাংসদের উপর হামলা শুধু একজন ব্যক্তির উপর আক্রমণ নয়, এটি তাঁকে নির্বাচিত করা জনগণ এবং দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরও আঘাত। তিনি এই ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করে বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য কখনও হিংসার কারণ হতে পারে না। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত আরোগ্যও কামনা করেন তিনি।

রাহুল গান্ধির এই বার্তার জবাবে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, রাহুল জি, আপনার উদ্বেগ এবং অবিচল সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। ভারতের আত্মাকে রক্ষা করা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুরক্ষিত রাখা এবং সংবিধানে নিহিত মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখার লড়াইয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অভিষেক লেখেন, আমি আমার দেশের হয়ে কথা বলেছি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট থেকেছি। অথচ আজ আমি রাজনৈতিক হিংসার এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সন্ত্রাসের শিকার, যা ঘটাচ্ছেন তাঁরাই, যারা নিজেদের জাতীয়তাবাদের রক্ষক বলে দাবি করেন।

নারদ জয়ন্তীতে শিলিগুড়িতে সাংবাদিকতায় দায়বদ্ধতার ডাক রাজ্যপালের: দেবর্ষি নারদ জয়ন্তীতে দীনবন্ধু মঞ্চে রাজ্যপাল আরএন রবি রবিবার গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব প্রকৃত চিত্র নির্ভুলভাবে তুলে ধরার বার্তা দিলেন। তিনি আরও তার বক্তব্যে বলেন, তথ্য পরিবেশনে ভ্রান্তি দূর করাই আধুনিক সাংবাদিকতার আদর্শ হওয়া উচিত। নারদকে প্রথম সংবাদবাহক উল্লেখ করে তিনি সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ-সত্যনিষ্ঠ থাকার আহ্বান জানান।

রবিবারের অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিনের সাংবাদিকদের 'দেবর্ষি নারদ সার্থক জীবন সম্মান ২০২৬' দেওয়া হয়। রাজ্যপাল দেশের সাংবিধানিক সংস্থার সমালোচনাকেও তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেন, আদালতের রায় বা নির্বাচনের ফল পছন্দ না হলে তাই নিয়ে প্রশ্ন তোলা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

পাটুলি উপনগরী স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি সুন্দর অঙ্কন চিত্র তুলে দেওয়া হল যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখার্জির হাতে।

নৈহাটির বড়ায় নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ের নীচে চলল গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটির শিবদাসপুর থানার অন্তর্গত মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ের নিচের তলায় শাটারে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রবিবার বিকেলে একটি বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী হানা দিয়ে নির্মীয়মাণ বিল্ডিং লক্ষ্য করে পরপর দুই রাউন্ড গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। একটি গুলি লাগে নীচের তলায় শাটারে। গুলির ঘটনায় আতঙ্কিত বড়া গ্রামের বাসিন্দারা। কে বা কারা, কি উদ্দেশ্যে ওখানে গুলি চালাল, তা খতিয়ে দেখছে শিবদাসপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভু চক্রবর্তীর অভিযোগ, তৃণমূল হার্মাদ বিষ্ণু অধিকারীর দুই শাগরেদ এসে ওখানে গুলি চালিয়েছে। নৈহাটিতে পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি করতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গুলি চালিয়েছে। ঘটনাস্থলে হাজির এসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ) অসীম খান বলেন, দুই রাউন্ড গুলি চলেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রবিবার উত্তর হাওড়ার কিংস রোডে এলাকার নব নির্বাচিত বিধায়ক উমেশ রাইকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মন্ত্রিসভার অনুমোদন, রাজ্যপালের সম্মতি, তবু ১০ বছরেও গড়ল না আমতলা পুরসভা!

প্রশ্নের মুখে বিদায়ী তৃণমূল সরকার

দেবাশিস দে ● আমতলা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র আমতলা। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত, কোটি টাকার বাণিজ্যিক লেনদেন এবং দ্রুত নগরায়নের পরও আজ পর্যন্ত এখানে গড়ে ওঠেনি একটি পুরসভা। অথচ সরকারি নথি বলছে, আমতলা পুরসভা গঠনের সমস্ত প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়া প্রায় এক দশক আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। মন্ত্রিসভার অনুমোদন থেকে শুরু করে রাজ্যপালের সম্মতি; সবুজ সংকেত মিলেছিল সর্বস্তর থেকেই। তারপরও কেন বাস্তবায়িত হল না আমতলা পুরসভা? এই প্রশ্ন ঘিরে ফের চর্চা শুরু হয়েছে এলাকাজুড়ে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রাজ্য মন্ত্রিসভা আমতলা, কৃপারামপুর, উদয়রামপুর, রামকৃষ্ণপুর, জয়রামপুর, মামুদপুর, কন্যা নগর, বিষ্ণুপুর, চকবাগী এবং সাফখালি; এই ১০টি মৌজাকে নিয়ে নতুন পুরসভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। এরপর একই বছরের ১৭ জুন তৎকালীন রাজ্যপালও সেই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। অর্থাৎ, একটি নতুন পুরসভা গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ নীতিগত অনুমোদন মিলেছিল।

কিন্তু অভিযোগ, সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য যে চূড়ান্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা আর নেওয়া হয়নি। ফলে কাগজে-কলমে অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও আমতলা পুরসভা আজও বাস্তবের মুখ দেখেনি। আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে,

পশ্চিমবঙ্গ পুর আইনের ৪ নম্বর ধারা অনুসারে পুরসভা গঠনের জন্য সরকারি গেজেটে প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি সংবিধানের ১৬৬ অনুচ্ছেদ, রুলস অফ বিজনেস, ১৯৬২-এর ৫২ নম্বর বিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট ম্যানুয়ালের সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব পর্যায়ের আধিকারিকদের ওপর বর্তায়। ফলে প্রশ্ন উঠছে, মন্ত্রিসভার অনুমোদিত ও রাজ্যপাল স্বাক্ষরিত একটি সিদ্ধান্ত কেন বছরের পর বছর ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে রইল?

এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণেই এই প্রকল্পকে কার্যকর করা হয়নি। তাঁদের দাবি, পুরসভা গঠন হলে স্থানীয় স্তরে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হতে পারত। সেই আশঙ্কা থেকেই তৎকালীন সরকার শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যায়। যদিও এই অভিযোগের পক্ষে সরকারি স্তরে কখনও কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। বাসিন্দাদের ক্ষোভের আরও একটি বড় কারণ হল নাগরিক পরিষেবার অভাব। দ্রুত বিস্তৃত হওয়া এই জনপদে এখনও পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত রাস্তার আলো এবং সুসংহত নগর পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয়দের মতে, পুরসভা গঠিত হলে অন্তত এক লক্ষেরও বেশি মানুষ সরাসরি উপকৃত হতেন। পাশাপাশি আমতলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বৃহত্তর বাণিজ্যিক পরিকাঠামোও নতুন গতি পেত।

জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক বছরে একাধিকবার তৎকালীন পুরমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হলেও কার্যত কোনও অগ্রগতি হয়নি। ফলে প্রশাসনিক উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর অবশ্য নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে এলাকায়। আমতলা পুরসভা গঠনের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা আবারও সংগঠিত হতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও পুরমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত, বিষয়টি পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই, যে পুরসভার জন্ম প্রায় এক দশক আগে সরকারি নথিতে নিশ্চিত হয়েছিল, সেই আমতলা পুরসভা কবে বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করবে? আমতলা-সহ সংশ্লিষ্ট ১০টি মৌজার হাজার হাজার বাসিন্দা এখন সেই উত্তরই খুঁজছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 21/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12639 নং এফিডেভিড বলে আমি Samsunnihar Bibi, W/o. Sekh Nazrul Islam, R/o. China, Hatni, Pandua, Hooghly-712134, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Alisa Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 56, dated 16.06.2014, D.O.B. 09.06.2014) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Samsunnihar Bibi -এর পরিবর্তে Samsunnahar Bibi, এবং আমার স্বামী/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Sekh Nazrul Islam-এর পরিবর্তে Sk. Najrul Islam লিপিবদ্ধ আছে। আমি/ কন্যার মাতা Samsunnihar Bibi ও Samsunnahar Bibi এবং আমার স্বামী/ কন্যার পিতা Sekh Nazrul Islam, Sk. Najrul Islam, Sk. Nagrul Islam & S.K. Nazrul Islam, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

গত 21/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12638 নং এফিডেভিড বলে আমি Samsunnihar Bibi, W/o. Sekh Nazrul Islam, R/o. China, Hatni, Pandua, Hooghly-712134, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Asia Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2018: 19-02951-000612 dated 08.06.2018, D.O.B. 29.05.2018) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Samsunnihar Bibi -এর পরিবর্তে Samsuni Nihar Bibi, এবং আমার স্বামী/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Sekh Nazrul Islam-এর পরিবর্তে Sk. Najrul Islam লিপিবদ্ধ আছে। আমি/ কন্যার মাতা Samsunnihar Bibi & Samsuni Nihar Bibi, এবং আমার স্বামী/ কন্যার পিতা Sekh Nazrul Islam, Sk. Najrul Islam, Sk. Nagrul Islam & S.K. Nazrul Islam, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Nanda Rani Saha স্বামী-Shri Sanjit Kumar Saha পিতা- Lt. Shambhu Nath Saha ঠিকানা Neamatpur, G.T. Road, P.O- Sitarampur, P.S- Kulti, Dist- Paschim Bardhaman, Pin- 713359, W.B গত 29/05/26 তারিখে আসানসোল ১ম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে Nanda Rani Saha W/O- Sanjit Kumar Saha ও Nandi Saha W/O- Ashok একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী **কিশোর কুমার হালদার**, পিতা ৺নিকুঞ্জ বিহারী হালদার, সাকিম পশ্চিম শিকটা (তালডাঙ্গা), মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয় বিগত ইং ১৩/০৩/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02245/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সৌকত সরকার**, পিতা সাজেদ সরকার, সাকিম কাগনান, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ১৬/০৪/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03426/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুদীপ কংস বনিক**, পিতা ৺সুব্রত কংস বনিক, সাকিম রবীন্দ্র সরনী, ঘোষ পাড়া, বালী (নিশ্চিন্দা), হাওড়া-৭১১২২৭, মহাশয়কে, ০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা পশ্চিম শিকটা, জে.এল নং সাবেক ৩১ তথা হাল ৩৮, হাল এল.আর. ৫৩১ নং খতিয়ান হইতে হাল এল.আর. ৬৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩১ শতকের মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশে কমবেশী ১০ শতক তন্মধ্যে ০.২০৪২ অংশে ০৬ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুদীপ কংস বনিক**, পিতা ৺সুব্রত কংস বনিক, মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সৌকত সরকার, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী **মদন মল্লিক ওরফে মদন মোহন মল্লিক**, পিতা ৺গোপাল মল্লিক সাকিম আমদাবাদ, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয় বিগত ইং ০৬/০৩/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00111/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী অভিজিত মল্লিক**, পিতা শ্রী মদন মল্লিক ওরফে মদন মোহন মল্লিক, সাকিম আমদাবাদ, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি। **তপশীল** – ১)জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা আমদাবাদ, ৯৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৩৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৯৪ নং দাগে আমবাগান জমি ৩৭ শতক, ২)জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা শঙ্করবাটী, ৯৬ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৮২ নং দাগে অবস্থিত ক)হাল এল.আর. ৮৬৩ ও ৮৭২ নং খতিয়ানে, বাগান জমি ৩৩ শতক এবং খ)হাল এল.আর. ৭০ নং খতিয়ানে, **গোপাল চন্দ্র মল্লিক** মহাশয়ের নামিত বাগান জমি ১৭ শতকের মধ্যে অবিভক্ত ১/৬ অংশে ২.৮৩৩ শতক, একুনে মোট চারটি খতিয়ানে, দুইটি দাগে ৩৭ শতক + ৩৩ শতক + ২.৮৩৩ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী অভিজিত মল্লিক , আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মহসীনা মোজাম্মেল সেখ**, পিতা মরহুম সেখ আকবর আলি, সাকিম বোসপাড়া পান্ডুয়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়া বিগত ইং ১৯/০৫/২০১৭ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00188/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **বীনাকা বেগম**, স্বামী মরহুম সেখ আকবর আলি, সাকিম বোসপাড়া পান্ডুয়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **বীনাকা বেগম** মহাশয়া বিগত ইং ২৪/০৭/২০১৭ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06549/2017 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহঃ সাহজাহান**, পিতা মহঃ বরকতুল্লাহ, সাকিম পান্ডুয়া জয়পুর রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে ১৯.৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, **মহঃ সাহজাহান**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই, **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নিয়ালা, ১৩২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৩৭৩ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ২০ তথা হাল এল.আর. ১৮ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৮৯ শতকের মধ্যে খরিদা সম্পত্তি ১৯.৫ শতক তন্মধ্যে আমাকে (**সেখ মোমিন উদ্দিন**, পিতা সেখ সিরাজ উদ্দিন, সাকিম পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), বিগত ইং ১৬/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-06711/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩.৫৫ শতক সম্পত্তি এবং ২)I-06712/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (৩.৫৫ শতক ও ৪.৯৫ শতক) সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **সেখ মোমিন উদ্দিন**, পিতা সেখ সিরাজ উদ্দিন, উক্ত খরিদা সম্পত্তি আমার নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **সেখ মোমিন উদ্দিন, ক্রেতা**

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া //
২০২৩ সালের- ৩৯১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
রুমা হালদার (ঘোষ) ....বাদী
(বনাম)
সোমা ঘোষ (বোস) দীং ....বিবাদী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে- **শ্রীমতী রুমা হালদার (ঘোষ)** পিতা- মৃত সমর কৃষ্ণ ঘোষ, স্বামী শ্রী সুরঞ্জন হালদার, সাকিম- হলধরগলি, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০৫, জেলা-হুগলীর থানা-চুঁচুড়া, মৌজা-কানাগড়, জে.এল. নং- ১৩ এল.আর. খতিয়ান নং (পুরাতন)- ৪৫, আর.এস. দাগ নং- ১৬১, এল.আর. দাগ নং- ১৭৫, বাগান জমি - পরিমান - ১.০৫ একর সম্পত্তি লইয়া বিভাগ বন্টন, ডিক্লারেশান, পার্মানেন্ট ইনজাংশান, প্রার্থনায় জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন অতিরিক্ত আদালতে ২০২৩ সালের- ৩৯১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন এবং ঐ মোকর্দ্দমায় আপনারা ১) **নমিতা রাই**, স্বামী- সমীর চন্দ্র রাই, সাং- ২নং রবীন্দ্রনগর, পোঃ রবীন্দ্রনগর, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২১০৩, (২) **শ্রীমতী লীলা সাহা** স্বামী- অসীম সাহা, সাং-৫, কৃষ্ণপুর, পোঃ-রবীন্দ্রনগর, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩, (৩) **শ্রী রাহুল পার্শী**, পিতা-সীতারাম পার্শী, সাং- লোহারপাড়া, পোঃ-ব্যান্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৩ ৪) **পূর্ণিমা বাগ (দাস)** স্বামী-সাজু বাগ, সাং- ক্ষুদিরাম পল্লী, পোঃ- দক্ষিন নলডাঙ্গা, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৩ (৫) **জয়দেব পাল** পিতা- সুধীর চন্দ্র পাল, সাং- জীবনপালের বাগান, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩ (৬) **বিশ্বনাথ সোম, ৭) শ্রীমতী সোমা সোম,** ৬ নং এর পিতা- সুবোধ চন্দ্র সোম, এবং ৭ নং এর স্বামী- বিশ্বনাথ সোম, উভয়ের সাকিম- ১২/২৭, সতীশ চক্রবর্ত্তী লেন, পোঃ ও থানা- বালি, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০১, ৮) **দীপঙ্কর মিস্ত্রী**, পিতা- ৺দুলাল চন্দ্র মিস্ত্রী, সাং- ১২৩, নলডাঙ্গা কলোনী, নারায়ণপুর, পোঃ- ব্যান্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৩, ৯) **মমতা রানী মিস্ত্রী**, স্বামী- ৺দুলাল চন্দ্র মিস্ত্রী, সাং- ১২৩ নলডাঙ্গা কলোনী নারায়ণপুর, পোঃ-ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৩, ১০) **সুজিত কর্মকার**, পিতা স্বপন কর্মকার, সাং- পেয়ারাবাগান, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বিবাদী শ্রেনীভুক্ত রহিয়াছেন । যদি উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় আপনাদের কোন বক্তব্য বলিবার থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে - ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনাদের বক্তব্য বলিবেন নচেৎ অত্র মোকর্দ্দমায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে ।

অয়ন দত্ত
বাদীর পক্ষে উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া সদর হুগলী।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

IN THE 1st COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), MIDNAPORE

T.S. NO. 179 OF 2023

Ariloma Agro Pvt. Ltd., A Company incorporated Under Companies Act Represented by its Directors:- **Sri Arindam Dutta** & another. .... **Plaintiffs**

Vs.

Sri Ranjit Kumar Maity & others .... Defendants

এত দ্বারা **আশা মাইতি**, স্বামী অজিত কুমার মাইতি এবং **জবারাণী কারক**, পিতা- অজিত কুমার মাইতি, উভয়ের সাকিন- সিমলা, পোস্ট- চাংগুয়াল, খানা- খড়গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০১ মহাশয়াগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **Ariloma Agro Pvt. Ltd.**, A Company incorporated Under Companies Act, Represented by its Directors **শ্রী অরিন্দম দত্ত** দীং, সাকিন- শান্তিনিবাস, বিদ্যাসাগরপুর near নর্থ পয়েন্ট স্কুল, পোস্ট- ইন্দা, থানা- খড়গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মহামান্য প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে **শ্রী রঞ্জিত কুমার মাইতি** দীং বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি লইয়া **T.S. No. 179/2023** নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা **আশা মাইতি** ৬ নং বিবাদী এবং **জবারাণী কারক** ৭ নং বিবাদী হইতেছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী **06.07.2026** তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে আপনাদের যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

SCHEDULE

Within District Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur (L) Mouza- Haripur Kismat, J.L. No. 332, Khatian No. 500, Plot No. 181, Measuring 9.76 Acre

আদেশানুসারে,
Supriya Patra (Seristadar)
1st Court of Civil Judge (Sr. Div.), Midnapore, 30/04/26

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)মহঃ নুরুর রহমান, ২)সেখ মাহাফুজুর রহমান, ৩)মদিনা বেগম** স্বামী লিয়াকত হোসেন, সকলের পিতা মরহুম সেখ হাজী মহম্মদ মসিহুর রহমান ওরফে মসিয়ার রহমান, **৪)মহম্মদ সাইফুল্লা ওরফে সেখ সাইফুল্লা, ৫)জাহাঙ্গির সেখ, ৬)রাবিয়া বেগম** স্বামী আব্দুল মান্নান, **৭)তাজকিয়া বেগম** স্বামী মনিফার রহমান, **৮)ফেরদৌসীআরা সেখ** স্বামী সাফাওত আলী, **৯)কুরর্সিয়া বেগম** স্বামী আব্দুল হাকিম, **১০)মোসাম্মৎ আসরাফিয়া বেগম**, স্বামী মহম্মদ ফারুক, **১১)ফতেমা খাতুন** স্বামী আনিসুর রহমান, **১২)সরিফা বেগম** স্বামী জুম্মান, ৪-১২নং এর পিতা মরহুম সেখ মহঃ শাহজাহান ওরফে সেখ মহঃ সাজাহান, **১৩)মোসাম্মৎ আয়েশা বেগম সেখ, ১৪)আজিমা বেগম**, ১৩/১৪ নং-এর স্বামী মরহুম সেখ মহঃ শাহজাহান ওরফে সেখ মহঃ সাজাহান, **১৫)সাকিনা খাতুন সেখ** স্বামী মরহুম মহঃ হোসেন, **১৬)সাহানারা বেগম** স্বামী সেখ [illegible]

ইতি- মহঃ সফিউল্লাহ, আমমোক্তার

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১লা জুন। ১৭ ই জ্যৈষ্ঠ। সোম বার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, দিবা ৩।১২ গতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন।গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(শুভ কর্ম্ম - শ্রী শ্রী মাধবদেবের আবির্ভাব দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১ জুন ২০২৬, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, সোমবার

তৃণমূলিদের সঙ্গে দূরত্ব রাখুন, ওটা তাদের নিজেদের লড়াই: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনা ঘিরে রাজ্যজুড়েই যখন রাজনৈতিক চাপানউতর চলছে, ঠিক তখনই রবিবার এই প্রসঙ্গে বিজেপির দলীয় নেতা সহ কর্মীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে সতর্ক বার্তা দিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রবিবার বলেন, তৃণমূলে এখন মুষলপর্ব চলছে। এখন তাদের দলের অন্দরেই ক্ষোভ-বিক্ষোভের পালা চলছে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন এটা তৃণমূলের সঙ্গে তৃণমূলের গন্ডগোল। ওরা আদপে রাজনৈতিক দল ছিল না, যারা এতদিন বঞ্চিত ছিল, তারা এখন ক্ষমতাভোগীদের উপর আঘাত হানছে।

শনিবার সোনারপুরে তৃণমূল সাংসদকে লক্ষ্য করে ডিম, পাথর, জুতো ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে। পুলিশ এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মধ্যে কারও পরিচয় সক্রিয় তৃণমূল নেতা, কারও পরিবার দাবি করছে, সে কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই আবহেই শমীক ভট্টাচার্যের কড়া বার্তা বিজেপি কর্মীদের তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দলীয় কর্মীদের এই ধরনের মানুষদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তিনি বলেন, প্রশাসন তার কাজ করবে। আমাদের কোনো কর্মীর বিচ্যুতি ঘটলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। দলের স্পষ্ট নির্দেশ,

তৃণমূলের লোকজন বা দলবদলুদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যাবে না।

রবিবার তার বক্তব্য প্রসঙ্গে ২০১৬ সালের পর থেকে বিজেপি কর্মী মৃত্যুর ঘটনা তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, সেই সময় থেকে ৩২১ জন কর্মী খুন হয়েছেন। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী পনেরো-পাঁচিশ দিনের কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, আজকের ছবির সঙ্গে তখনকার অবস্থা মিলিয়ে দেখুন। মানুষের মনেই স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠছে, এখন বিবৃতি দিয়ে কী হবে?

রবিবারে শমীকের এই বক্তব্যের মধ্যে দুটি সুর। একদিকে তৃণমূলের ভাঙনকে নিজেদের লাভের খাতে না ফেলা। দ্বিতীয়, বিজেপির ঘরে যাতে দলবদলু সংক্রমণ যেন না ঢোকে, সেই সতর্কতা তিনি দেন। শমীক আরও যুক্ত করেন রাজনীতির মাঠে এখন ঘাস ফুল দলের অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রধান খবর। আর পদ্ম শিবির চাইছে বিজেপির কেউ সেই আগুনে হাত না পুড়িয়ে দূর থেকে হিসাব রাখুক।

তদন্তকারী সংস্থার তলব এড়ানোর উদ্দেশ্যেই অভিষেককে ভর্তি করাতে মমতার চাপ?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোনারপুরে শনিবার হামলার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসপাতালে ভর্তি না নেওয়া নিয়ে এবার সামনে এল একটি অডিও ক্লিপ। রবিবার বিজেপি রাজ্য মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার একটি অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে আনেন। সেই প্রকাশ করা অডিওতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক বেসরকারি হাসপাতালের প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে উত্তপ্ত ভাষায় কথা বলতে শোনা যাচ্ছে বলে দাবি করেন ওই বিজেপি প্রবক্তা।

'একদিন' সেই অডিওর ক্লিপের সত্যতা যাচাই না করলেও বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, চিকিৎসকদের রিপোর্টে গুরুতর আঘাতের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক চাপ তৈরি করে অভিষেককে হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত এর পিছনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব এড়ানোর উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলেও প্রশ্ন তোলেন দেবজিৎ।

শনিবার সোনারপুরে তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন অভিষেক। তাকে উদ্দেশ্য করে ডিম ছোঁড়া হয়, 'চোর' 'চোর' বলে স্লোগান দেওয়া হয়। তার জামাও ছিঁড়ে দেওয়া হয়, এরপর মাথায় হেলমেট পরে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে তাকে কলকাতার দুটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় অভিষেকের শরীরে গুরুতর আঘাত নেই, তিনি সচেতন অবস্থাতেই আছেন, তাই তাকে ভর্তি করার কোনও প্রয়োজন নেই। কয়েকঘণ্টা রেখে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

যদিও এই ঘটনায় মমতার পালটা অভিযোগ, বিজেপি সরকারের চাপে হাসপাতাল অভিষেককে ভর্তি নেয়নি। মাথায় হেলমেট না থাকলে প্রাণহানি হতে পারত বলেই দাবি করেন মমতা। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সোনারপুর থানার পুলিশ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও দেবজিতের এই অডিও ঘিরে রাজনৈতিক তরজার পারদ আরও চড়ছে।

শহরজুড়ে রেড জোনে ৩ হাজারের বেশি বেআইনি বাড়ির উপর নজর পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এটা কোনও আবহাওয়া দপ্তর থেকে জারি করা 'রেড জোন' ম্যাপ নয়, বরঞ্চ খোদ কলকাতা শহরের বুকে গজিয়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়াল। যাকে পুরসভার অন্দরে 'রেড জোন' বলেই দেখা হচ্ছে। চোখ কপালে তোলার মতোই পরিসংখ্যান, খোদ কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের চিহ্নিত তালিকায় উঠে এসেছে বেলেঘাটা, ট্যাংরা, তিলজলা, বড়বাজার, তপসিয়া, কসবা, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ, কাশীপুর, চিৎপুরের মতো এলাকার বেআইনি নির্মাণের তালিকা। এর মধ্যে কিছু অংশকে 'রেড জোন' বলে পুরসভার পক্ষ থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার অভ্যন্তরীণ তদন্তে উঠে আসছে

স্থানীয় প্রোমোটার ও তৃণমূল কংগ্রেসের সিন্ডিকেটের মদতের যোগাসাজস থাকার গোপন রহস্য। এই অনৈতিক চক্রের মদতেই 'জি প্লাস ফোর' অনুমোদন নিয়ে 'জি প্লাস ফাইভ' তুলে অতিরিক্ত ফ্লোর বিক্রি করে লাভের ভাগ বাটোয়ারা নিজেদের মধ্যে হয় বলে জানাচ্ছেন বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা। আর পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ যে 'রেড জোন' নিয়ে অভিযান চললে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলেই পুরকর্তাদের আশঙ্কা। এই তালিকাতেই বেশ কিছু তৃণমূল নেতার নামও উঠে আসছে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যে নতুন সরকার তৈরির পর রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে পুর-প্রশাসকরা আরও নজরদারি বাড়িয়েছেন। গত এক মাসে তিলজলা, বেলেঘাটা, কসবায় তৃণমূল নেতাদের মদতপুষ্ট নির্মাণে বুলডোজার চালান হয়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই, 'রেড জোন' তালিকার কোন বাড়িতে পরেরবার বুলডোজারের চাকা গড়াবে?

অভিষেককে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা গটআপ গেম: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়ার ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার পানিহাটিতে রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, ওটা গটআপ গেম ছিল। ওই ঘটনায় যারা ধরা পড়েছে, তারা পাঁচজনই তৃণমূলের লোক। তাঁর দাবি, যেহেতু ইডি, সিআইডি তদন্তে্র জন্য ওকে ডাকছে, সেহেতু ওখানে যাতে যেতে না হয়, সেইজন্য এই ধরনের নাটক করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে পুরসভাগুলোতে কাউন্সিলরদের ইস্তফার হিড়িক লেগেছে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুরসভা নির্বাচনে চুরি করে জিতেছেন। তাই তৃণমূলের কাউন্সিলররা ইস্তফা দিচ্ছেন। আসলে মানুষের ভয়ে ওরা পুরসভায় যাচ্ছেন না। বিধায়কের কথায়, সমস্ত পুরসভায় প্রশাসক বসছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাংলায় পুরসভা নির্বাচন হবে। প্রসঙ্গত, এদিন পানিহাটির ফেরিফান রোডের অমরাবতী মোড়ের নিকটে রাধা গোবিন্দ কুঞ্জ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তরফে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী, যুব নেতা জয় সাহা, চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা-সহ বিশিষ্টজনেরা।

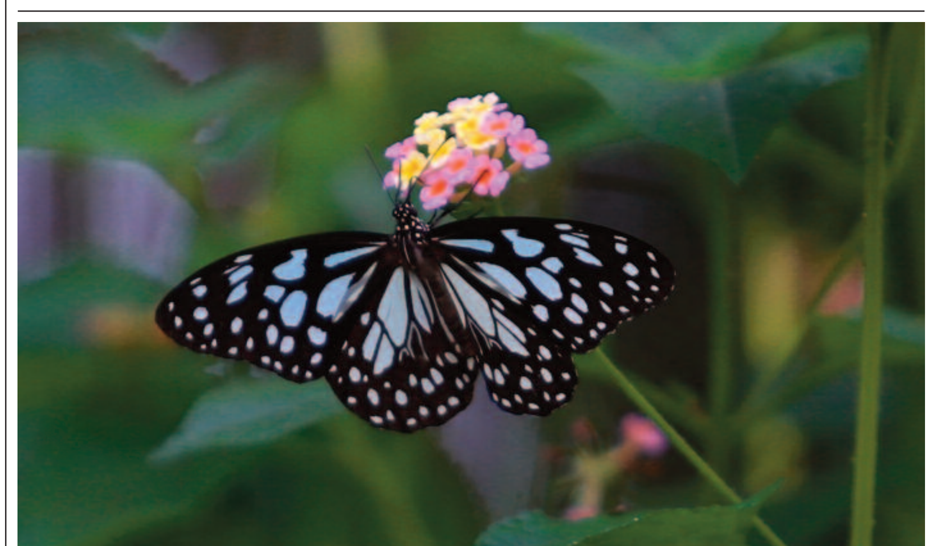

প্রজাপতি এ মন মেলুক পাখনা... মেয়ো রোডে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

শনির মধ্যরাতে দমদমে রেলের অবৈধ হকার উচ্ছেদ অভিযান

রাজনৈতিক ফায়দা নিতে পথে নামল বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: শনিবার গভীর রাতে দমদম স্টেশনের চারপাশ ঘিরে ফেলে রেল ও পুলিশের বিশাল বাহিনী। এরপর তৈরি রাখা বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল স্টেশন চত্বরের সমস্ত অবৈধ হকারদের দোকান। আনুমানিক রাত বারোটার পর ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই সাফাই অভিযান চলে। যদিও এই অভিযানের বিরোধিতা করে হকার নেতৃত্বের অভিযোগ, পূর্বপরিকল্পিতভাবেই বিদ্যুৎসংযোগ কেটে স্টেশন চত্বর ফাঁকা করা হয়েছে। এই অভিযানে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই উচ্ছেদ অভিযানের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে বাম-কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁদের সাফ কথা, রেল হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ করছে, এটা হকারদের জীবন জীবিকার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রেল হকার্স ইউনিয়ন প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখে, আজ

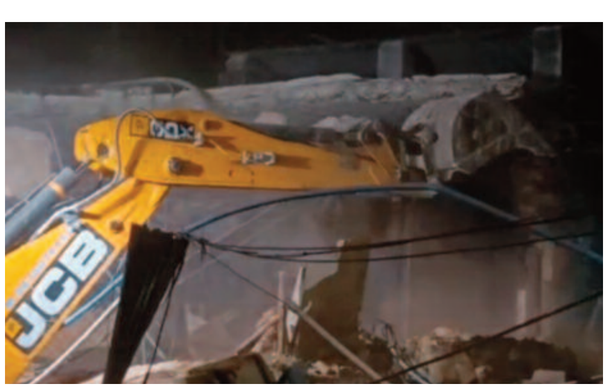

ও মঙ্গলবার সর্বত্র তারা অবস্থান-বিক্ষোভ করবে ও রেল কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে। তাদের দাবি, হকারদের পুনর্বাসন না দিয়ে স্টল ভাঙা চলবে না। এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে প্রশ্ন তুলেছেন, যিনি আগে হকার উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেন, ক্ষমতায় এসে তিনি নীরব কেন? তাঁর কথায়, এটা কোনো দলের লড়াই নয়, পেটের ভাতের লড়াই। যদিও রবিবার স্টেশনে আসা যাত্রীরা এই অভিযানের জন্য রেলকে সাধুবাদ জানিয়েছে। তাদের স্পষ্ট দাবি রাজনৈতিক নেতারা যাই বলুক, রেলের জায়গাতে অবৈধ দোকান থাকবে কেন? যারা তাদের টাকা নিয়ে অবৈধভাবে রেলের জায়গাতে বসিয়েছে, তারাই এখন জবাবদিহি করুক। স্টেশনে যাত্রীদের চলাচলের জন্য অবশ্যই অবৈধ দখলদারদের সরানো উচিত।

দক্ষিণে বৃষ্টি হলেও বাড়বে পারদ, উত্তরে জুনের শুরুতে ফের দুর্যোগের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গ ফের ঝড়বৃষ্টিতে স্বস্তি পেলেও বাড়বে তাপমাত্রা, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুরদুয়ার আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমেছিল ৩২ ডিগ্রিতে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দুই ডিগ্রি কম। যদিও আগামী ৪৮ ঘণ্টা আবহাওয়ার কোনও বড় বদল নেই। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের থেকে জানান হয়েছে আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে ফের পারদ চড়বে।

রাজ্যের আকাশে এখন বজ্রগর্ভ মেঘের আনাগোনা বেড়েছে কারণ পাকিস্তান থেকে অন্ধ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখা রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড় ছুঁয়ে দক্ষিণ ওড়িশা পর্যন্ত গেছে। পাশাপাশি মধ্য বাংলাদেশের কাছে সক্রিয় হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে বঙ্গোপসাগর থেকে বিপুল জলীয় বাষ্প রাজ্যে ঢুকছে। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় বজ্রসহ দমকা হাওয়া ও মাঝারি বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি সপ্তাহে কলকাতা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। তবে আপাতত কোথাও ভারী বৃষ্টি হবে না। বুধবার থেকে উত্তরে শুরু হতে পারে দুর্যোগ। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে আগামী শুক্রবার থেকে ফের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।

রবিবারের ছুটি বাতিল, অন্নপূর্ণার ফর্ম নিয়ে মহিলাদের দুয়ারে পুরসভার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা মতোই ১ জুন থেকে অন্নপূর্ণা যোজনায় ২৫ বছরের ঊর্ধ্বের মহিলাদের ৩ হাজার টাকা দেওয়া শুরু হবে। আর সেই প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে রবিবারই মাঠে নামল কলকাতা পুরনিগম। এই কাজের জন্য ৭০০ কর্মী ও বুথ লেভেল আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করে প্রকল্পের ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি পাঠানো হয়েছে।

পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবন থেকে বোরো-ওয়ার্ড অফিসে পৌঁছে গেছে ১২ পাতার আবেদনপত্র। আবেদনকারীদের পুরকর্মীরা তা পূরণে সাহায্য করবেন, নথি খতিয়ে দেখবেন, আবেদনকারী সরকারের মাপকাঠি মেলায় কিনা তা যাচাই করবেন বলেই পুরসভা সূত্রে জানান হয়েছে। এইক্ষেত্রে পুরপ্রশাসন 'কাজে ফাঁকি চলবে না' বলেও কর্মীদের কড়া বার্তা দিয়েছে।

যদিও এই কাজের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হওয়াতে বিএলওদের একাংশ বেজায় চটেছে। ভোটের কাজে টাকা দেওয়া হলেও এখনও এই কাজে টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়নি। বিশেষ করে ছুটির দিনে কাজ করলে তারা কী পাবেন, সেই প্রশ্নই তুলেছেন তারা। এছাড়াও তাদের হাজিরা নিয়েও রয়েছে জটিলতা। তারা কেউ সাদা খাতায় সই করতে রাজি নয়, দপ্তরের থেকে দেওয়া স্ট্যাম্প প্যাডে তারা সই করানোর দাবি করা হয়েছে। এদের আবার কেউ কেউ গ্রুপ ছবি তুলে নিজেদের উপস্থিতির প্রমাণ সোশ্যাল মিডিয়াতে রাখছেন। নির্বাচনী সংকল্প পত্রের প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রথম ধাপে পুরসভার এই তৎপরতা এখন যথেষ্টই পরীক্ষার সামনে দাঁড়াল।

বর্ষার মুখে অন্ধকারে নিকাশি পরিকল্পনা, এখনও হল না কেএমসি'র সমন্বয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বর্ষা আগত। আর এই পরিস্থিতিতে বর্ষা যেখানে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তখন কলকাতা পুরনিগমের বর্ষা মোকাবিলার সমন্বয় বৈঠক এখনও অনুষ্ঠিত হল না বলেই অভিযোগ। শহরের নিকাশি, বিদ্যুৎ, দমকল, পুলিশ, সিইএসি, কেএমডিএ, এই সকল বিভাগের কাজ ভাগ করে আগাম পরিকল্পনা করার এই বৈঠকই আটকে গেছে পুর-বোর্ড ও প্রশাসনের টানাপোড়েনে, এমনটাই পুরসভা সূত্রে জানা যাচ্ছে।

এর জেরে কোন বিভাগ কী করবে, পাম্পিং স্টেশনে কত লোকজন লাগবে, বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দাদের কোথায় রাখা হবে, এসবের ঠিকঠাক রূপরেখা এখনও ঠিক করা সম্ভব হয়নি। যদিও ইতিমধ্যেই মেয়র ফিরহাদ হাকিম পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে বৈঠক ডাকতে অনুরোধ করেছেন। এই বিষয়ে নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ বলেন, উচ্চতর নেতৃত্ব সবুজ সংকেত দিলে তারা অবশ্যই সহযোগিতা করবেন। যদিও পুরসভার এক পুরকর্তার দাবি, নিয়মাফিক সব কাজ শুরু হয়েছে, যদিও ঠিক কি পরিকল্পনা হয়েছে, সেই বিষয়ে সকলেই এখনও অন্ধকারেই।

ফলত গোটা বিষয় নিয়ে শহরবাসীর দুশ্চিন্তার মেঘ কাটছে না। একদিকে অতীতে এই ধরনের বৈঠকের পরেও শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। আর এবার পরিকল্পনা ছাড়াই বর্ষা এলে ভোগান্তি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা পুরসভার কাউন্সিলরদের। নিকাশি নালা পরিষ্কার, পোর্টেবল পাম্প বসানো, ভেঙে পড়া বাড়ি সরানো, সবই আটকে রয়েছে সমন্বয়ের অভাবে। বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতেই শহর ডুবলে দায় নেবে কে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে পুরসভার অলিন্দে।

গল্ফগ্রিনের ফ্ল্যাটে উদ্ধার যুগলের মৃতদেহ, বিপুল মাদক-সহ ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, গল্ফগ্রিন: রবিবার ছুটির দিনের সকালে গল্ফগ্রিনের একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এক যুগলের মৃতদেহ। রবিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে তিলজলার বাসিন্দা মহম্মদ দিলশাহ এবং অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। একই ফ্ল্যাট থেকে মদ্যপ অবস্থায় আটক করা হয় আরও দুই যুবককে। ওই ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করে গল্ফগ্রিন থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চার-পাঁচ মাস ধরে গল্ফগ্রিনের ওই ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন যুগল। তরুণ একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, তরুণীকে ফ্ল্যাট থেকে খুব একটা বেরোতে দেখা যেত না। তিনি বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকতেন। পুলিশের একটি সূত্র প্রাথমিক ভাবে মনে করছে, ওই যুগলের মাদক সেবনের প্রবণতা ছিল।

ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারণা, দিলশাহর পরিচিতরা প্রায়ই ফ্ল্যাটে যাতায়াত করতেন। মৃত তরুণীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি, যদিও পুলিশের অনুমান, মৃত দিলশাহর সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকতে পারে। যুগলের দেহ উদ্ধারের সময় ওই ফ্ল্যাটে উপস্থিত দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য

আটক করেছে পুলিশ। তারা চারজন কেন একত্রিত হয়েছিলেন, কী পরিস্থিতিতে দু'জনের মৃত্যু ঘটল, এখন সেই সূত্র খুঁজছে তদন্তকারী অধিকারিকদের দল। ঘটনাস্থল থেকে মাদক উদ্ধারের কারণে জোড়া মৃত্যুর নেপথ্যে নেশা বা অন্য কোনো অপরাধ জড়িত কি না, তা জানতে ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা।

যদিও রবিবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গল্ফগ্রিনের বহু ফ্ল্যাট দীর্ঘদিন ধরেই মালিকের অনুপস্থিতিতে অন্যদের ভাড়া দেওয়া হয়। বাইরের মানুষের অবাধ যাতায়াত নিয়ে আগেও অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ বলছে, আটক দু'জনকে জেরা করে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে বলেই অভিমত আধিকারিকদের।

পুলিশের জালে ভাটপাড়ার বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলর মনোজ পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার পুলিশের জালে ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলর মনোজ পাণ্ডে। ধৃত মনোজ জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শনিবার রাতে তাঁকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে জগদ্দল থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের অগস্ট মাসে

জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকায় পুলিশের গাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা চোর চোর স্লোগান তোলেন। যদিও সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রশ্নের উত্তরই দিলেন না ধৃত এই বিদায়ী কাউন্সিলর।

সম্পাদকীয়

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে অপপ্রচারের নেপথ্যে রাজনীতি ছাড়া কিছু নেই

প্রতিশ্রুতি মতো বাংলার ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের মহিলা মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ঘোষণা অনুযায়ী চলতি মাস থেকেই মাসিক তিন হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন মহিলারা। প্রকল্পের ফর্মও প্রকাশ করেছে প্রশাসন। এখন নিয়ম মেনে সব কিছু সঠিক ভাবে পূরণ করে ফর্ম জমা দিতে হবে। তারপর হবে যাচাইকরণ। যাচাইকরণ শেষ হলেই উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি চলে যাবে নগদ তিন হাজার টাকা। এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। রাজ্য জুড়ে মহিলারা উৎসাহের সঙ্গে অনলাইন বা অফলাইনে ফর্ম পূরণ করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। প্রশাসনের অন্দরেও ভাতা বিলির জন্য প্রয়োজনীয় তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে আচমকাই ফর্ম প্রকাশিত হওয়ার পর অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে রাজ্য জুড়ে এক অদ্ভুত নেতিবাচক প্রচার শুরু হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ বোলালেই এটা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশ এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশ এই প্রচারে হাওয়া দিচ্ছে। মোটামুটি যা দেখা যাচ্ছে, প্রচারের অভিমুখ মোটামুটি একটাই। আর তা, হল অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারকে সামনে রেখে সরকার আসলে সকলের ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছে। এখানেই শেষ নয়, দিল্লি ও বিহারের ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে প্রচারকে আরও জোরদার করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ধরনের প্রচারো কার কী লাভ হচ্ছে তা পরিষ্কার নয়। তবে এ সবে ঝুব একটা কাজ হবে না। কারণ, একটা সরকার বিপুল সংখ্যক মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে এসব অপপ্রচারে খুব একটা কাজ হবে না। এসব সস্তা রাজনীতির আর বাংলায় কোনও ঠাঁই নেই। মোদ্দা কথা হল, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু হবে। বাংলার গরিব ও প্রান্তিক পরিবারের মহিলারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন। তবে তৃণমূল আমলে ভাতা দেওয়ার নামে যেভাবে দলের ক্যাডারদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার আর সেটা হচ্ছে না। প্রকৃত প্রাপকরাই এর সুবিধা পাবেন। আর এখানেই প্রকল্পের সার্থকতা।

শব্দছক ১৭৫

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. ডুবে যাওয়া সূর্য ৪. গন্ধ ৬. আপন নয় ৭. সাদা আভাযুক্ত ৯. ঘোড়া ১০. নৃপতি ১১. ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ১২. কেটে ফেলা ফল ১৪. যা বিদীর্ণ করে ১৫. রক্তের রঙ ১৬. নক্ষত্র ১৭. অদ্য ১৮. ধ্বনি ১৯. অন্তরে যে স্ত্রীর দয়া আছে

ওপর-নিচ: ১. অস্বীকার ২. ধাপ ৩. বারাণসীর মহাদেব ৫. খোঁজ-খবর ৮. অমাবস্যা-পূর্ণিমায় নদীতে জলচ্ছ্বাস ৯. অপকারিত্ব ১২. ক্ষীরযুক্ত মিষ্টান্ন ১৬. যে নারী লজ্জাকে জয় করেছে ১৪. ধ্বংস ১৭. গ্রীষ্মের জনপ্রিয় রসাল ফল

সমাধান ১৭৪ — পাশাপাশি: ১. কহতব্য ৩. অক্লেশে ৫. জমা ৬. ভারতীয় ৯. রাঙা ১০. চামার ১১. করদ ১৩. বন্যা ১৪. শালপাতা ১৮. দার ১৯. সদন ২০. হরণ

ওপর-নিচ: ১. কর্জ ২. তদ্বির ৩. অমা ৪. শেষ ৫. জয় ৬. ভাঙা ৭. তীবর ৮. বামাক্ষ্যাপা ৯. রাজ্য ১১. কন্যাদান ১২. দশা ১৫. লক্কর ১৬. তাম্র ১৭. দাস

আজকের দিন

- **১৭৯৬ —** টেনেসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **১৯৮০ —** কেবল নিউজ নেটওয়ার্ক ২৪-ঘণ্টার টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার শুরু করে।
- **১৯৮৪ —** অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির চত্বর থেকে জঙ্গিদের বিতাড়িত করতে সামরিক অভিযান শুরু হয়।

জন্মদিন

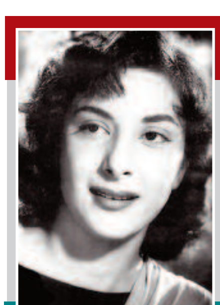

নার্গিস

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নার্গিসের জন্মদিন।*

১৯৭৫ *বিশিষ্ট ভারত্তোলক কর্নম মালেশ্বরীর জন্মদিন।*

১৯৮৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীনেশ কার্তিকের জন্মদিন।*

অবসাদের অদ্ভুত আঁধারে আলেয়া আপসহীন অনীক

সুবীর পাল

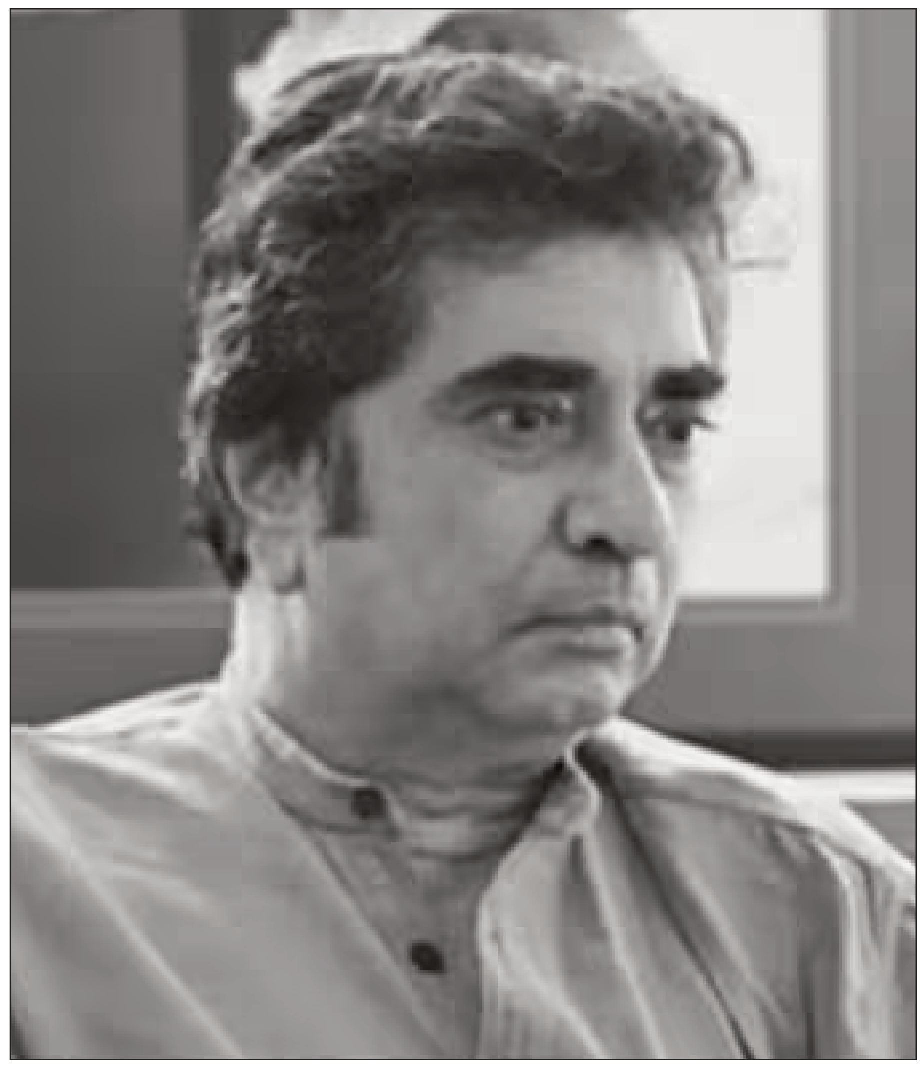

‘শোনা গেল লাসকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে... মরিবার হলো তার সাধ... এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি... কোনদিন জাগিবে না আর।’

যার শুভ প্রজ্জ্বলনটি ঘটেছিল কলকাতায় ১৯৬০ সালের ২২ মে, তার নির্বাপনটাও সুচিত গেল সেই মহানগরেই সেই ‘মে দিবস’ মাসেই ২০২৬ সালের ২৭ মে। তাই হয়তো মাঝখানে থেকে গেল মে ডে’র ব্র্যান্ডেড আইকন ‘ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না নিগ্রো ভাই আমার পল রবসন’ বিশ্বাসী এক আগাগোড়া বঙ্গীয় বামপন্থীর সিলভার সেলুলয়েড জীবনগাঁথা। হ্যাঁ তিনি ছিলেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া’র প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তর সুযোগ্য উত্তরপুরুষ অনীক দত্ত। যিনি ভূতের ভবিষ্যৎ খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে মাত্র ৬৬ বছরেই পাড়ি জমালেন ইহলোককে তাচ্ছিল্য করে ভূত লোকের আকস্মাৎ আত্ম হাতছানিতে। অবসাদের পরোয়ানায় আপন হণনের তাজ্জব স্ক্রিপ্টে।

অনীক দত্তের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে সমগ্র বাংলার আনাচে কানাচে। তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহীদের নিমিষে চোখ ছলছল করে ওঠে এই মর্মান্তিক আত্মঘাতীর ঘটনা নিমিষে ট্রোল হওয়ায়। তাই ২৭ মে সারা দুপুর জুড়ে সমগ্র রাজ্যে একটাই দৃশ্য লক্ষিত হয়, ‘কাঁদো বাংলা কাঁদো’ হাহাকারে। শোকস্তব্ধ পরিস্থিতির ঘনঘটায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে অনীক দত্তের মরদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সশরীরে উপস্থিত হোন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে।

প্রয়াত অনীক দত্তের প্রসঙ্গে শোক জ্ঞাপন করে অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরি বলেন, ‘এমন একজন পরিচালক তিনি ছিলেন যাঁর সঙ্গে মেঘনাদ বধ রহস্যে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছিলাম উনি কতটা সব কিছু ডিটেলসে বুঝতেন। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা হতো। তিনি ক্রিয়েটিভ বিজ্ঞাপনের মানুষ ছিলেন একসময়ে। আফসোস এটাই, তাঁর সঙ্গে আমার আর কাজ করা হলো না। আমি শুনেছিলাম উনি অসুস্থ। একসময় দেখতাম এতটাই শারীরিক ভাবে ও মানসিক পর্যায়ে ভেঙে পড়েছিলেন, অনীকদা কথা বলতেও চাইতেন না খুব একটা।’

অপর টলিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত পরিচালকের মৃত্যুর পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘গত সপ্তাহে অনীকদা ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, উনি দেখা করতে চান একবার। উনি বলেছিলেন, একাকীত্বে ভুগছেন। বলেছিলেন, এখন তাঁর কথা শোনার সময় আর কারও নেই। বলেছিলেন, উনি আর ছবি তৈরি করবেন না। সরি অনীকদা... বুঝতে পারিনি ভিতরে ভিতরে আপনি ভেঙেচুরে যাচ্ছিলেন। বিদায়..।’

বাংলার জনপ্রিয় রেডিও জকি, টিভি সঞ্চালক তথা অভিনেতা মীর আফসার আলী আক্ষেপের সুরে মন্তব্য করেছেন, ‘লোকমুখে শুনেছি তিনি দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। মানসিক অবসাদেও ভুগছিলেন। যা ঘটল, তা বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অপূরণীয় ক্ষতি। ওঁর মতো পরিচালক বাংলা ইন্ডাস্ট্রি আর পাবে কি না, তা সময়ই বলবে। আমি শুধু একটাই কথা বলব, আমাদের মতো অনেকের জীবনে অনীকদার বিপুল অবদান রয়েছে। তিনি যেন বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ হয়ে থাকেন, ভূত হয়ে মিলিয়ে না যান।’

যিনি একদা বাংলা সিনেমার পর্দাকে মাধ্যম করে বাঙালিকে মন খুলে হাসতে ও ভাবতে শিখিয়েছিলেন, সেই তিনিই কিনা নিজেই হেঁটে চলে গেলেন এক চিরস্তব্ধ ন্ন অন্ধকার আহ্বানের অভিযাত্রায়? কি অদ্ভুত আকস্মিক সমাপতন।

ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক দুপুর ১টা বেজে ১০ মিনিট। সিসিটিভি ফুটেজেও বন্দি হয়ে রইল পরিচালকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঠিক প্রাক্ মুহূর্তের ছাদে ওঠার অচেনা পদক্ষেপ। তারপর থেকে তিনি যে শুধুই হয়ে উঠলেন ইতিহাসের এক অসমাপ্ত ছিন্নমূল উপাখ্যান।

মেয়ের নাম ঐশী। থাকেন সুইডেনে। প্রাক্তন স্ত্রীর নাম সন্ধি দত্ত। প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক বিগত কয়েক মাস যাবৎ একাকী থাকতেন দক্ষিণ কলকাতার ডোভার লেন এলাকায়। সন্ধিদেবী বসবাস করতেন গরিয়াহাটের হিন্দুস্থান পার্কের একটি ফ্ল্যাটে। খবরে প্রকাশ অনীকবাবু ওই দিন দুপুরে আচমকা যান প্রাক্তন স্ত্রীর ফ্ল্যাটে। দেখা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সন্ধিদেবী সাক্ষাৎ করতে তখনকার মতো অস্বীকার করেন। এরপরেই তিনি ওই ভবণের চারতলা উচ্চতার ছাদে চলে যান একাকী। সেখানেই ছেড়ে যান তাঁর ব্যবহৃত পায়ের এক জোড়া চটি। আর? সঙ্গে আর রেখে গিয়েছিলেন মেয়ের জন্য খামের মধ্যে ভরা একটি চিঠি। ‘কোরিওগ্রাফিক আর্ট ম্যাগাজিন ২০০৮’ বইয়ের পাতার মধ্যে সযত্নে চাপা ছিল তা। সেটির একটি অংশে লেখা ছিল, ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।’ লালবাজারের হোমিসাইড শাখার পুলিশি তদন্তে অনুমান, অনীকবাবু দীর্ঘদিন যাবৎ তীব্র ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এই মানসিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তাঁকে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে কড়া ডোজের ওষুধ খেতে হতো নিয়মিত।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নিজের গাড়ি চেপে চালককে সঙ্গে নিয়ে অনীকবাবু যান হিন্দুস্থান পার্কের ওই বিল্ডিংয়ে। তিনি ওপরে যাওয়ার সময় চালককে নিচে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। চালক ঘুণাক্ষরেও টের পাননি ওপরে কি ঘটতে চলেছে। আচমকা ওপর থেকে বিকট শব্দ শুনে তিনি এবং আবাসনের অন্যান্যরা ছুটে গিয়ে দেখেন, নিচে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন পরিচালক। তিনি যে নিজের স্বেচ্ছায় ওই ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত তদন্তকারী পুলিশেরা।

আনন্দবাজার ২৭ মে অনলাইন সংস্করণে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে, হিন্দুস্তান পার্কের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে পরিচালক অনীক দত্তের। পরিচালককে সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রথমে উদ্ধার করে ঢাকুরিয়া সংলগ্ন একটা বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তার পর বিকেলের দিকে এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরিচালকের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট রাতে প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানেই জানা যাচ্ছে, পরিচালকের দেহে এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। বাঁ দিকের মাথার খুলির হাড় ভাঙা। বাঁ দিকের পাঁজর ভেঙেছে। বাঁ দিকের পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। পরিচালকের বাঁ দিকের কোমরও ভেঙে গিয়েছে। বাঁ দিকের মুখ, পিঠ ও কোমরে তীব্র ঘর্ষণের চিহ্ন মিলেছে। এমনকি, ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধেছিল বলেও প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে। পরিচালক চার তলার ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার সময় আবাসন সংলগ্ন গাছের ডালসমেত ভেঙে মাটিতে পড়েন। মরদেহ আপাতত শায়িত এসএসকেএম হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, সেখানে রাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গিয়ে প্রয়াত পরিচালকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং পরিচালককে শ্রদ্ধা জানান।

পুলিশ সূত্রে খবর, একটি ‘সুইসাইড নোট’ উদ্ধার হয়েছে যেটি মেয়ের উদ্দেশ্যে লেখা। মেয়ে সুইডেনে থাকেন। কাউকে দোষ দেওয়া হয়নি নোটে। ছাদে একটি ম্যাগাজিনের মধ্যে একটি খাম থেকে মিলেছে সেই নোট। সিসিটিভিতে পুরো ঘটনাটি দেখা গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। হিন্দুস্তান পার্কের আবাসনে ঢুকে প্রাক্তন স্ত্রীর ফ্ল্যাটে ঢোকেননি, বরং সোজা ছাদে উঠে যান অনীক। তার পরই ঘটে যায় এই অঘটন।’

অনীক দত্ত চলচ্চিত্র পরিচালনায় যুক্ত হওয়ার আগে টানা দুই দশক বিজ্ঞাপন দুনিয়ার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তখন বিভিন্ন বৃহৎ বৃহৎ বিপণন সংস্থাগুলির বহু জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনী ছবি তৈরি করতেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তবে তাঁর সৃষ্টিতে যেমন নস্টালজিক নিপুণতা বারেবারে প্রকাশ পেয়েছে তেমন আইকনিক বিতর্কও তাঁকে কখনও পিছু ছাড়েনি।

২০১২ সালে তাঁর নির্মিত প্রথম সিনেমা মুক্তি পায়। নাম ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’, যার পহেলা আবির্ভাবেই বক্সঅফিস একেবারে সুপার ডুপার হিট। তৃণমূল সরকারের জমানা। ওই ছবি শাসক দলের রোষানলে পড়লে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন সিনেমা হলে শো আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে সদর্পে বলেছিলেন, ‘আমার তৈরি সিনেমা ভূতের ভবিষ্যৎ বন্ধ রেখেছিলেন হল মালিকেরা কোনও অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে। মুখ্যমন্ত্রী আপনি কি বলতে পারেন ওই আঙ্গুলটা কার ছিল?’ এমনই ছিলেন আপাদমস্তক আপোষহীন দীপ্ত বামপন্থী অনীক দত্ত। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের ভিত্তিতে ২০১৩ সালে আরও একটা সিনেমা ‘আশ্চর্য প্রদীপ’ তিনি দর্শকদের উপহার দিয়ে সাধারণ চলচ্চিত্র প্রেমীদের মন জিতে নেন। ফলে তিনি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা পাকাপাকি সম্মানজনক জায়গা দখল করে নিতে পেরেছিলেন অচিরেই। অনায়াস দক্ষতায়। উনার নির্মিত সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ‘বরুণবাবুর বন্ধু’। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর গল্প অবলম্বনে এটি তৈরি। এতে অভিনয় করেছিলেন কৌশিক সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী প্রমুখ । এটি মুক্তি পায় ২০১৯ সালে। অনেকেই আবার বলে থাকেন, অস্কারজয়ী বাংলার কালজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ঘরাণাকে বহুক্ষেত্রে তিনি অবলম্বন করতেন। ২০২২ সালে রিলিজ পায় ‘অপরাজিত’। এই সিনেমাটিও বিতর্কের ঝড় তুলেছিল সমসাময়িক সময়ে। মূলতঃ পথের পাঁচালীর পর্দা-স্রষ্টার জীবনী অবলম্বনেই এটি রুপোলি স্ক্রিণে জায়গা করে নেয়। ‘মেঘনাথবধ রহস্য’ সিনেমাও তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। তবে তিনি ২০09 সালে আরও একটি সিনেমা পরিচালনা করেন। নাম ‘যদুবাবুর নাতনী।’ কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে সেই সিনেমা মুক্তির স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল।

এটাই করুণতম বাস্তব, কিছুদিন যাবৎ হিমালয়সম স্থবির হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন অনীক দত্ত। অন্তরে অন্তরে চুরমার হয়ে গিয়েছিলেন। তাই হয়তো প্রাক্তণী জীবনসখার ফ্ল্যাটের ছাদে পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখান থেকে নিচে ঝাঁপ দেবেন বলে। নিজের জীবন শেষ করে দেবার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের হিজিবিজি অথচ স্থির মনস্কতায়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্য কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের হদিস মেলেনি। এটি যে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত অবসাদজনিত আত্মহত্যার ঘটনা, তা মোটামুটি স্পষ্ট সব মহলের কাছে।

বাংলা সিনেমার কোলাহল জগতের এই প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত রূপকার যে নিজেই যে কখন একাকী নিঃসঙ্গ জীবনের একক মালিক হয়ে উঠেছিলেন তার হিসেব আর কেইবা রেখেছিলেন। এক বিশালাকায় বহিরাংশের বল্মিক ঢিবি যেমন ধীরে ধীরে ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যায় বিলীনের ইঙ্গিতে, অনীক দত্তও বোধ হয় হৃদয়ের গভীরে গভীরে অনুরূপ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলেন বিষাদের বিষাক্ত ছোবলে। দেখনদারি দুনিয়ায় কত শত ফিল্মি ফ্যান রয়ে গেছেন। রাজনৈতিক আঙ্গিকে অজস্র গুনমুগ্ধ সুধীজন থেকেছেন। টলিপাড়ার কলাকুশলীদের অহরহ স্তবগান চলছিল তো চলছিলই। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই ব্যক্তিগত জীবনে এসব কে কার? কিইবা মূল্য রয়ে যায় এ হেন ভজ সঙ্গীতের দিবারাত্র সপ্তসুরের, যেখানে নিজের ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালের মধ্যে স্রেফ একা থাকা ওই খ্যাতনামা বাসিন্দার মনন বাসা ঘরে।

বড় আদরের মেয়ে ঐশী থাকে সেই সুদূরের সুইডেনে। হতেই পারে বর্তমানে প্রাক্তন। তবুও তো একদা কত স্বপ্নের সওদাগর হয়ে ঘর বেঁধেছিলেন সন্ধি দেবীর সঙ্গে। সাত পাকে ঘুরে ঘুরে। অথচ সেই যুগলের সাত জনম কল্পনার নীড় ভেঙ্গে খানখান হয়ে যায় চোখের সামনে। ভূতের ভবিষ্যৎ তাঁকে হয়তো এক অভিনব অদ্বিতীয় পরিচালকের আসন দিয়েছিল। কিন্তু পাশাপাশি ফ্যাটের মধ্যেকার একাকীত্বের অক্টোপাস তাঁর নিজস্ব জীবন ভবিষ্যতকেই যে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল পুরোপুরি প্রায় সবার অলক্ষ্যেই। একই ঘড়ি দণ্ডের চটুল ভারসাম্যহীনতায়।

তিনি যে আদ্যোপান্ত সিনেমা অন্তঃপ্রাণ মানুষ। তাই নিশ্চিত ‘সন্ন্যাসী রাজা’ ফিল্মটা তাঁর নজর এড়ায়নি। সেই অশ্রুলিপ্ত গানটা ‘ঘর সংসার সবাই তো চায় কজনের আর মেটে আশা, টাকা থেকেও সবই ফাঁকা সখী না যদি পাও ভালবাসা।’ ভালোবাসার এই আইলা ঝড়ো সঙ্গীতের মুর্ছনা তো তিনিও সামলেছেন একাকী। তাই না? হতেই পারেন তিনি পরিচালক। কিন্তু দিনের শেষান্তে বালিশে মাথা দিয়ে অনীক দত্ত কোথাও একজন বিশ্ব একাকী মানুষ। বড্ড একা যে সেই মানুষটি। বিশ্বের সাড়ে আটশো কোটি মানুষ জনসমুদ্রে তিনি সত্যিই এক অবিরাম বৈঠাবাহী ক্লান্ত নাবিকসম। ভাবা যায়, একই শহর কলকাতায়। অথচ দুই জীবন প্রাক্তণী রয়ে গেছেন সেখানে। পৃথক ভাবে। হৃদয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণা ক্লিষ্ট হয়ে। তাই হয়তো হিম শীতল মৃত্যুর উপত্যকা হিসেবে তিনি মনে মনে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সন্ধি দেবীর বিল্ডিংকেই। যেখানে কতকাল একত্রে তাঁরা অতিবাহিত করেছিলেন এক প্রেমজ আকাশ খুশির রামধনুকে নিত্য লালন পালন করে। একটা প্রশ্ন তো তাই থেকেই যায়। ডোভার লেনের আপন বাসস্থান ছেড়ে তিনি কেন হিন্দুস্থান পার্কের একদা আবাসকে বেছে নিলেন আপন হন্তার ইপ্সায় নিজস্ব মানস গ্রে সেলে। ‘কি তার জবাব দেবে, যদি বলি আমিই কি হেরেছি, তুমিও কি একটুও হারোনি’, উত্তরটা এমন নয়তো?

অনীক দত্তর ক্ষয়িষ্ণু ফুসফুস যদি প্রাক্তণ স্বামী হয়ে থাকে তবে ধুকপুক হৃদপিন্ড অনিবার্য ভাবেই পিতার। সেজন্যই হয়তো জীবনের শেষতম কলমচর্চা করে গেলেন মেয়ে ঐশীর সঙ্গে। খামে ভরা একটি চিঠি লিখনে। যার ছত্রে ছত্রে রয়ে গেছে অবসাদগ্রস্থ হেরে যাওয়া এক পিতার আকুল শব্দ কর্ষণ। যা শুধুই বাবা ও মেয়ের একান্ত সম্পর্কগত ব্যক্তি নির্যাসের। তাই থাক না সেই চিঠির বাকি অংশটুকু। কি দরকার এখানে কাটাছেঁড়া করার। যে চিঠিটা পড়তে পড়তে ছলছল চোখে ঐশী কল্পনাও তো করতে পারেন, ‘মনে হয় বাবা যদি বলতো আমায়, আয় খুকু আয়, আয় খুকু আয়...’

এই অনাকাঙ্খিত পরিণতির অঘোম আবর্তের চক্রবাকে প্রশ্ন তো থেকেই গেছে অনেক, অনেক, অনেকলোকে। তবু একটি অবাধ্য প্রশ্ন যে উঠে আসেই অনিবার্য ভাবে। ‘কোনোদিন জাগিবে না আর, জানিবার গাঢ় বেদনার, অবিরাম অবিরাম ভার, সহিবে না আর, এই কথা বলেছিলো তারে!’ কি বলেছিলে অনীক দত্ত?

চিঠিপত্র

রসপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যাহত স্বাস্থ্য পরিষেবা

সম্পাদক সমীপেষু,

ইনডোর বিভাগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুবছর আগেই। বহির্বিভাগের ডাক্তারও অনিয়মিত।এই মুহূর্তে সপ্তাহে দুদিন আসেন ডাক্তারবাবু।

হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (বর্তমানে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র) এমনই হাল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এক সময় রসপুর গ্রাম ও তার আশপাশের প্রায় ১০-১৫ টি গ্রামের বাসিন্দারা স্বাস্থ্যপরিসেবার জন্য এই হাসপাতালের উপরই নির্ভর করতেন।

তখন হাসপাতালে ইনডোর এবং আউটডোর,দুটি বিভাগই অত্যন্ত সফলভাবেই চালু ছিল। বর্তমানে শুধু বহির্বিভাগটি চালু রয়েছে।

সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বহির্বিভাগ খোলা থাকে। হাসপাতালে আসা রোগীদের অভিযোগ, ডাক্তার আসেন সপ্তাহে দুদিন।

নিয়মিত আউটডোর খোলা থাকলেও, ডাক্তার নিয়মিত নন কেন?

স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, কেউ হঠাৎ অসুস্থ হলেও ২টোর পর এলে এই হাসপাতালে অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগটুকুও পাবে না।

তাই এলাকার মানুষের দাবি, অবিলম্বে হাসপাতালে পুনরায় মেল, ফিমেল ওয়ার্ড এবং বেডসহ ইনডোর বিভাগ চালু হোক এবং আউটডোরেও যেন নিয়মিতভাবে

চকিৎসক রোগীদের পরিষেবা দেন। সজল ধারা প্রকল্পের আওতাভুক্ত হোক এই হাসপাতাল। রাজ্যের নতুন সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন।

আর তাই স্থানীয় বিধায়কের কাছে এলাকার মানুষের প্রত্যাশা, বিধায়কের হাত ধরেই রসপুর গ্রামের বহু প্রাচীন এই হাসপাতালটির পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং সেই সঙ্গে হাসপাতালটিও ফিরে পাবে তার হৃতগৌরব।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর ,আমতা ,হাওড়া

অভিষেক-কাণ্ডে তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় তুললেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শ্রবণে বর্ধমান এসে অভিষেক- কাণ্ডের জন্য দায়ী করলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। রবিবার বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৪ তম পর্ব উপলক্ষে বিশেষ শ্রবণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা-সহ জেলার অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-র উপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি দাবি করেন, 'ঘটনার প্রকৃত চিত্র ধীরে ধীরে সামনে আসছে।' তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশ ইতিমধ্যেই ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলেই জানা যাচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, যারা এতদিন তৃণমূল করত, তারা হঠাৎ কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রতিবাদে নামল? এই প্রশ্নের উত্তর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দিতে হবে।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়েও কটাক্ষ করেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'হাসপাতাল ভর্তি নিচ্ছে না এই ধরনের গল্প আর চলবে না। ডাক্তার যদি অ্যাসিডিটির ওষুধ লিখে দেন, তাহলে শুধুমাত্র সেই কারণে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যদি এমন হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি হাসপাতালে লক্ষ লক্ষ বেডের ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ প্রায় প্রত্যেকেরই কখ নও না কখনও অ্যাসিডিটির সমস্যা হয়।' এদিনই তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী-র উপর হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গেও প্রতিক্রিয়া দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা যেকোনও ধরনের রাজনৈতিক হিংসার নিন্দা করি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হিংসার কোনও স্থান নেই। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনাতেও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের লোকজনই জড়িত। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তদন্তে প্রকৃত সত্য সামনে আসুক। কারা এর পিছনে রয়েছে, তা তদন্তেই স্পষ্ট হবে।' সুকান্ত বাবু আরো বলেন, জনতাই কল্যাণের কল্যাণ করে দেবে। উনি একসময় আমায় চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, শ্রীরামপুরে আয়।' চণ্ডীতলায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, 'সোনারপুরের ঘটনার মত এখানেও তদন্ত করতে হবে। দেখতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিষয় কী না? আমরা এই ধরণের যে কোনও হিংসার নিন্দা করি। আমরা এর পক্ষপাতি নই।' পাশাপাশি মোগলসরাই স্টেশন থেকে প্রাক্তন তৃণমূলের বিধায়ক খোকন দাসের গ্রেপ্তার নিয়েও মুখ খুললেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত বাবু বর্ধমান দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাসকে 'পাগলা কুকুর' বলে আখ্যা করেন।

প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সিঙ্গুরে শিল্পের বার্তা শমীক ভট্টাচার্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মার্চেন্ট চেম্বার্স অফ কমার্সের অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, 'টাটাদের সিঙ্গুরেই ফেরাব। গাড়ির কারখানা না হলেও, অন্য কোনও কারখানা হবেই। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে কথাবার্তাও শুরু হয়ে গিয়েছে।' ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সিঙ্গুরে শিল্পের বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের শীর্ষ নেতা শমীক ভট্টাচার্য বণিক সভায় এমনটা দাবি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যে শিল্প স্থাপন নিয়ে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখছেন গোটা সিঙ্গুরবাসী। গোপালনগর, বেড়াবেড়ি, বাজেমেলিয়া, খাসের ভেড়ি, সিংহের ভেড়ির মতো মৌজায় অবহেলিত ভাবে পড়ে থাকা জমিতে নতুন সম্ভাবনায় বুক বাঁধছেন আগের জমানার ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক কৃষকরা। রাজ্যে পালাবদলের পরে বিজেপির সরকারের হাত ধরে জমি আন্দোলনের আঁতুড়ঘর সিঙ্গুরে শিল্পস্থাপনের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনা হবে বলে দাবি করছেন বিজেপি নেতারা।

নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগে সিঙ্গুরবাসী জানিয়েছেন, ২০০৬ সালে জমির চরিত্র ও পরিবেশ অন্য ছিল। সেই সময়ে চাহিদাও অন্য ছিল। এখন ভাতা ও চাল চাই না। এখন কাজ চাই, শিল্প চাই। সিঙ্গুর বন্ধ্যা জমি পুনরুদ্ধার কমিটির সভাপতি দুধকুমার ধাড়া বলেন, 'সিঙ্গুরে তিন হাজার ৬০০ জন ভাতা ও চাল পান। তার মধ্যে ১৪০০ খেত মজুর। যে সময়ে আইনি জটে জমি আটকেছিল, তখন চাহিদা অন্য রকম ছিল। পরিবেশের উপরে মানুষের চাহিদা নির্ভর করে। এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার হয়েছে। আমাদের এখানে একজন চিকিৎসক জিতেছেন। আমরা চাই, প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগী হয়ে সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপন করুন।' সিঙ্গুরের নব নির্বাচিত বিধায়ক, চিকিৎসক অরূপকুমার দাস বলেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগেই সিঙ্গুরে শিল্প নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন। বিজেপি রাজ্যে সরকার গঠন করার পরেই আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার সিঙ্গুরে শিল্প করবে। কৃষকরা ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুকদের একজোট করে, তাঁদের সম্মতি নিয়ে সেই জমিতে শিল্প করা হবে। এর ফলে দক্ষ, অদক্ষ, সমস্ত তরুণ,তরুণীর কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে।' সিঙ্গুর শিল্প বিকাশ উন্নয়ন কমিটির সভাপতি উদয়ন দাস বলেন, 'আমরা আগাগোড়া সিঙ্গুরে শিল্প চেয়েছিলাম। সেই কারণেই জমি দিয়েছিলাম। এখনও আমরা শিল্প চাই। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা একাধিক বার সিঙ্গুরে নতুন শিল্প স্থাপনের কথা বলেছেন। আমরা সেই শিল্প চাই। যত দিন শিল্প না হচ্ছে, তত দিন ইচ্ছুক, অনিচ্ছুকদের মধ্যে বিভাজন না ঘটিয়ে, সবাইকে ভাতা ও চাল দিক নতুন সরকার।' এ বিষয়ে সিঙ্গুর কৃষিজমি আন্দোলনের নেতা তথা বিদায়ী বিধায়ক বেচারাম মান্নাকে ফোন করা হলে, তিনি ফোন ধরেননি।

ফর্ম জি

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি, পরিবহন এবং লজিস্টিকস ক্ষেত্রে কার্যরত

জলঢাকা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড

এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ।

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসোলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩৬এ-এর উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম প্যান ও সিআইএন/এলএলপি নং সহ।	মেসার্স জলঢাকা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড PAN: AABCJ4185F এবং CIN: U45206WB1997PTC084940
২.	নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	জি.টি. রোড, পান্ডুয়া হুগলি পান্ডুয়া -৭১২১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যে স্থানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পত্তি অবস্থিত তার বিবরণ	জি.টি. রোড, পান্ডুয়া হুগলি-৭১২১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির স্থাপিত ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ ও মূল্য	২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী ৪,৮৯,৯০,৮৯৫/- টাকা
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	০
৮.	গত দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (তফসিল সহ) এবং পাওনাদারদের তালিকাসহ আরও অন্যান্য বিবরণ যে ইউআরএল-এ পাওয়া যাবে:	এটি নিম্নস্বাক্ষরকারীকে ইমেল করার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে, যার পরে এটি আরপি দ্বারা ইমেলের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা যে ইউআরএল-এ পাওয়া যাবে:	এটি নিম্নস্বাক্ষরকারীকে ইমেল করার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে, যার পরে এটি আরপি দ্বারা ইমেলের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।
১০.	এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট প্রাপ্তির শেষ তারিখ	১৬.০৬.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৬.০৬.২০২৬
১২.	অস্থায়ী তালিকার বিষয়ে আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০১.০৭.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	১১.০৭.২০২৬
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ প্রকাশের তারিখ	১৬.০৭.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৫.০৮.২০২৬
১৬.	এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট জমা দেওয়ার প্রসেস ইমেল আইডি	cirp.jcspvtltd2026@gmail.com

দ্রষ্টব্য: কর্পোরেট ডেটরের কোল্ড স্টোরেজ, সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদি ইতিপূর্বেই সিকিওরড ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর, অর্থাৎ ইউকো ব্যাঙ্ক কর্তৃক ১২.০৩.২০২৫ তারিখের নিলাম পত্রের মাধ্যমে মেসার্স জলঢাকা হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেডের (ক্রেতা) অনুকূলে নিলাম করা হয়েছে।
তদনুসারে, রেজোলিউশন প্রফেশনাল ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ(১এ) অনুযায়ী দুটি পৃথক এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট ("EOIs") আহ্বানের জন্য বর্তমান ফর্ম জি ইস্যু করছেন: (i) আবাসিক ফ্ল্যাট এবং পূর্বোক্ত নিলাম করা সম্পদ ব্যতীত কর্পোরেট দেনাদারের সাপেক্ষে একটি ইওআই; এবং (ii) কর্পোরেট ডেটরের আবাসিক ফ্ল্যাটের সাপেক্ষে অন্য একটি ইওআই।
আরও স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, একজন একক সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারী উভয় বিভাগের জন্যই ইওআই জমা দিতে পারেন, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা আবেদনকারীরা স্বাধীনভাবে যেকোনো একটি বিভাগের জন্য ইওআই জমা দিতে পারেন।

স্বাঃ/-
চন্দ্রদীপ কুমার
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
IBBI/IPA-002/IP-N01331/2025-26/14570
এএফএ বৈধতা: ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
নিবন্ধিত ঠিকানা: শহারি, পারওয়ালপুর, নালন্দা, বিহার-৮০৩১১৪,
এ-১/২২৮, বেসমেন্ট, সফদরজং এনক্লেভ, নয়াদিল্লি-১১০০২৯
জলঢাকা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য
প্রসেস ইমেল: cirp.jcspvtltd2026@gmail.com
নিবন্ধিত ইমেল আইডি: ip.chandradeep2025@gmail.com

তারিখ: ০১.০৬.২০২৬
স্থান: নয়াদিল্লি

অভিষেকের উপর হামলার প্রতিবাদ বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর শনিবারের হামলার প্রতিবাদে রবিবার বড়জোড়ায় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস বিক্ষোভ মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের ব্লক সভাপতি কালিদাস মুখার্জি ও সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সুখেন বিদ-সহ অনেকে। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনের আগে কালিদাস মুখার্জি বা অলক মুখার্জি ডাকলে যেভাবে শয়ে শয়ে লোক এসে তৃণমূলের মিটিং মিছিলে যোগ দিতেন, এদিন তা দেখা যায়নি। বড়জোড়ায় প্রাক্তন বিধায়কের কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয় বড়জোড়া বাজার পরিক্রমা করে চৌমাথা মোড়ে প্রতিবাদ সভায় তৃণমূল ব্লক সভাপতি কালিদাস মুখার্জি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আজকের এই মিছিল যাতে করতে না পারি সেজন্য আমাদেরকে থ্রেট করা হয়েছে। কর্মীদের ভয় দেখানো হয়েছে। এই ২৬ দিনের সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কর্মীরা মিছিলে হেঁটেছেন।' কালিদাস মুখার্জি বলেন, 'বিজেপি গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে সরকার চালাতে চাইছে। সেকারণে বিরোধী দলের নেতা একজন সাংসদ তাঁকে যেভাবে মারধর করা হয়েছে তা গনতন্ত্রের লজ্জা। ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই।' প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, 'সোনারপুরে একজন দলীয় কর্মী খুন হয়েছেন। তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাতে গিয়ে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি পরিকল্পিতভাবে তার উপর আক্রমণ করেছে। এবার বিজেপি দেখবে তৃণমূলের আন্দোলন কাকে বলে।' এপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'অলক বাবুদের সেনাপতি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছেন। উনি তো পিসির কোলে চেপে রাজনীতিতে এসেছেন। এবার বুঝুন বিরোধী রাজনীতি করা কত কঠিন।' বড়জোড়ার তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশে সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'আপনারা আন্দোলন করুন। আমরা চাই আপনারা পথে নেমে আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিন। আপনাদের আন্দোলন, আমাদের সঠিক দিশা যেমন দেখাবে তেমনি আমরা উপভোগও করবো।'

অন্য মেজাজে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা, মঞ্চে গাইলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: অন্য ছন্দে ধরা ধরা দিলেন রাজ্যের পুরনগরোন্নয়ন ও নারী শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। মঞ্চে উঠে গাইলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত। মন্ত্রী হওয়ার পর কলকাতা থেকে আসানসোল ফেরার পথে রানিগঞ্জের বাঁশরায় এক বিজয় মিছিলে যোগ দিয়ে হুডখোলা গাড়ির ওপর তাঁর নাচ শোরগোল ফেলে দিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। মিছিলে শাসকদলের বিরুদ্ধে জমকালো গান বাজতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি মন্ত্রী। সেই গানের তালেই মেতে ওঠেন নাচে। সেই নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক তবে বিতর্কের কড়া জবাব দিতেও ছাড়েননি তিনি। তিনি বলেন, 'মন্ত্রী হয়েছেন তো কি, সাধারণ মানুষ হিসাবে তাঁর নাচ করার অধিকার আছে।' তিনি বলেছিলেন, অন্য দশজনের মতো নাচও করবেন, গানও গাইবেন, আবার মন তার দায়িত্বে থাকা জনগণের জন্য কাজটাও করবেন। তার এই কথার ব্যতিক্রম হলো না আসানসোল রবীন্দ্রভবনের বাংলা সংস্কৃতি উৎসবে। বিশিষ্ট চিকিৎসক অশোক রায়ের মেয়ে বর্তমানে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা রবিবার নিজের শহরে পা রাখতেই ভেসে গেলেন নস্টালজিয়ায়। ছোটবেলায় বাবার স্কুটারে ঘুরে বেড়ানো থেকে শুরু করে শীতকালের যাত্রা সব কিছুর স্মৃতি রোমন্থন করে গেয়ে উঠলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত 'পুরানো সেই দিনের কথা'। পরে সাংবাদিকদের বলেন, 'বাঙালি মেয়ে হয়ে গান-নাচ বা সংস্কৃতি চর্চা না করাটাই বরং অসম্ভব। পদ যাই হোক না কেন, সংস্কৃতির এই শিকড়টা মজবুত থাকাই সবচেয়ে বড় কথা।'

উত্তরপাড়া স্টেশনে দোকানপাট ভাঙল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া কাঁঠাল বাগান, মাছ বাজারে শনিবার মধ্যরাতে রেল পুলিশের পক্ষ থেকে বিশাল আরপিএফ-এর বাহিনী সঙ্গে নিয়ে অবৈধ মাছ বাজারের দোকানগুলি ভেঙে দেওয়া হয়,প্রতিবাদে মাছ ব্যবসায়ীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে যদিও পরে রেল পুলিশের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হয় তারা। কিন্তু মাছ ব্যবসায়ীদের চোখে জল, তাদের বক্তব্য আগামী দিনে কীভাবে তাদের সংসার চলবে? রবিবার সকালে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজেদের জিনিস পত্র অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন তারা।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' ১৯.০৬.২০২৬ তারিখে, ২,২১,৯৬,০২০ টাকা (দুই কোটি একুশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার কুড়ি টাকা) ০৫.০৫.২০২৬ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ২,০৭,৩৩,১৯৮ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ তেত্রিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা)** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছাপ্পান ভোগ (২) রাঘব শরাফ এবং (৩) রশমি শরাফ-এর** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

১. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট ৬এ, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৬ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি।
দক্ষিণে : ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।
পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।
পশ্চিমে : ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি।
২. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৭, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৮ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি।
দক্ষিণে : ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।
পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।
পশ্চিমে : ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি।
৩. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৯, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৩০৯ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি।
দক্ষিণে : ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।
পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।
পশ্চিমে : ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি।

তপশিল -২ :
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৯.০৬.২০২৬ **সময় :** সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	১৭.০৬.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ১,৮০,০০,০০০ (এক কোটি আশি লাখ টাকা) টাকা। *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রি হবে না।	
বায়না জমা দাখিল (আর পি এর ১০ শতাংশ) : ১৮,০০,০০০ (আঠার লাখ টাকা)।	
ডাক বর্ধিত করণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা।	
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য, মো : ৯৮১১৭১০৫৫৮	

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : https://www.auction.info-large.com" এবং www.axisfinance.in।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড পূর্বে ২৮.০৫.২০২৬ তারিখে AFL/CO/2026-27/Legal/May/716 রেফারেন্স নম্বরযুক্ত একটি প্রকাশনা করেছিল। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, সংরক্ষিত মূল্যে ত্রুটির কারণে উক্ত প্রকাশনাটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

লা ওপালা আরজি লিমিটেড
রেজি. অফিস : ইকো সেন্টার, ৯ম তল, ইএম - ৪, সেক্টর - ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেল : info@laopala.in, www.laopala.in
CIN : L26101WB1987PLC042512

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

কোম্পানির ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত এবং নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন সহ স্টকএক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংযুক্ত হয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উক্ত ফলাফল পর্যালোচনা করেছেন এবং অসংশোধিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।
উক্ত ফলাফল ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট বিএসই লি (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com), কোম্পানির ওয়েবপেজ **https://laopala.in/uploads/documents/LORG_Outcome_BM_30052026_ OCR_F.pdf** এবং কুইক রেসপন্স কোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
লা ওপালা আরজি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজিত ঝুনঝুনওয়ালা
ভাইস চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০০১১১৮৭২

তারিখ : ৩০ মে ২০২৬
স্থান : কলকাতা

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮ ৯৮০৮, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪৩-০০২১
ইমেল : jaibalaji@jaibalajigroup.com ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

কোম্পানির ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত এবং নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন সহ স্টকএক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংযুক্ত হয়েছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট (**www.bseindia.com এবং www.nseindia.com**), কোম্পানির ওয়েবসাইট (**https://jaibalajigroup.com/financial-results/**) এবং কুইক রেসপন্স কোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জীব জাজোদিয়া
(সর্বক্ষণের ডিরেক্টর এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার)
(ডিন : ০০০৩৬৩৩৯)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ মে ২০২৬

বাঁকুড়ায় অন্নপূর্ণার ফর্ম পূরণ করে সাহায্যের হাত বাড়ালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণে মহিলাদের সহযোগিতা করতে সরকারি আধিকারিকদের পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে পঞ্চায়েতে চাটাই পেতে বসে এলাকার মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনা ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করলেন কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার।

সরকারি নির্দেশে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিতরণ করেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। ২ জুনের মধ্যে সেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে পারলে জুন মাস থেকেই প্রকৃত উপভোক্তাদের মিলবে ৩ হাজার টাকা। স্বাভাবিকভাবেই ফর্ম হাতে পেয়ে সকলেই চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব তা পূরণ করে জমা দিতে। কিন্তু একদিকে দীর্ঘ ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন অনেকে। নিজেদের ফর্মে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি। তাই ভুল হওয়ার আশঙ্কায় অনেক মহিলা তা পূরণ করার সাহস পারছেন না। অনেকে সেভাবে লেখাপড়া না জানায় ফর্ম পূরণের জন্য অন্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আর এক্ষেত্রে বাঁকুড়ার কোতুলপুর এ মুশকিল আসান হয়ে উঠলেন কোদ বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। আজ সকাল থেকে বাঁকুড়ার কোতুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে চাটাই পেতে দলের অন্যান্য কর্মীদের সাথে মাটিতে বসে এলাকার মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করতে দেখা গেল তাঁকে। সামান্য ফর্ম পূরণের জন্য এভাবে বিধায়ককে পাশে পেয়ে আশ্বস্ত কোতুলপুর এলাকার আবেদনকারীরা।

'কিছু নেতার দম্ভ-ঔদ্ধত্য মানুষ ভালো ভাবে নেননি'

মন্তব্য চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'কিছু নেতার দম্ভ-ঔদ্ধত্য মানুষ ভালো ভাবে নেননি। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের ফলাফলে। জনতা বিজেপির কথায় বিশ্বাস করেছে ঠিকই। কিন্তু দলের অন্দরেও বিস্তর ভুলভ্রান্তি ছিল।' এমনটাই মত চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়র রাম চক্রবর্তীর। দলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হুগলির এই প্রবীণ নেতা।

গত শুক্রবার হুগলির চন্দননগরের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রাম-সহ ২৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। যার জেরে চন্দননগরের পুরবোর্ডই ভেঙে গিয়েছে। ঘটনাচক্রে, তার পরেই দলের একাংশ এবং কিছু দলীয় নীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রাক্তন মেয়র। তাঁর বক্তব্য, চোখ বুজে আইপ্যাকের উপর ভরসা করাই মস্ত ভুল হয়েছে দলীয় নেতৃত্বের। রামের কথায়, 'এই আইপ্যাকের যে কী কাজ, তা এখনও বুঝতে পারিনি। একই প্রশ্ন বারবার করে এরা। আমাদের থেকে তো অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সে সব দিয়ে যে কী করেছে, জানি না। প্রার্থী সম্পর্কে অনেক ক্ষোভ ছিল। আমরা গিয়ে দেখেছি সেটা। কিন্তু আইপ্যাক কেন সেটা দলীয় নেতৃত্বকে জানায়নি? কেন মানুষের ক্ষোভ প্রশমনে কোনও পদক্ষেপ করেনি দল?'

গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলের তুলনামূলক খারাপ ফলের পরেই পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে আইপ্যাককে নিয়োগ করেছিল তৃণমূল। দলীয় সূত্রে খবর, যার নেপথ্যে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিকভাবে দলকে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে দলের ভাবমূর্তিকে স্বচ্ছ করে তোলার দায়িত্বও ছিল আইপ্যাকের। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে সেই কাজটাও তারা ভালো করে করেনি বলেই মত প্রবীণ তৃণমূল নেতার। তিনি বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া দলের ভাবমূর্তি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সবাই তৃণমূলকে চোর চোর বলা শুরু করেছিলেন। তার প্রভাব তো পড়েইছে ভোটে।' পাশাপাশি চন্দননগরের প্রাক্তন বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন রাম। তিনি বলেন, 'এর আগে আমাদের যে বিধায়ক ছিলেন এখানে, তাঁর নেতৃত্বেই অনেক কিছু হয়েছে। উনি ভোটের পর চন্দননগরে আসেননি। আমার সঙ্গে দু'বার কথা হয়েছে। কিন্তু এখানে আসেননি। উনি যে ভাবে এই এলাকা পরিচালনা করতেন, তা মানুষ ভালো ভাবে নেয়নি।'

অবৈধ বালি পাচারে ধৃত চালক, বাজেয়াপ্ত বালিবোঝাই ট্রাক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্য জুড়ে অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচারের বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর বিভিন্ন জেলায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। তারই জেরে এবার ঝাড়গ্রাম জেলায় অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগে বড়সড় পদক্ষেপ করল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের ভান্ডারডিহা এলাকায় ডুলুং নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে এক ট্রাক্টর চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বালি বোঝাই একটি ট্রাক্টর।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডলের নেতৃত্বে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় ডুলুং নদী থেকে অবৈধভাবে বালি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে একটি ট্রাক্টর আটক করা হয়। ট্রাক্টরটিতে বালি বোঝাই ছিল বলে জানা গিয়েছে। ট্রাক্টর চালকের কাছে বৈধ কোন কাগজপত্র অর্থাৎ বালি তোলার অনুমতি পত্র (সিও) না থাকায় তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ধৃত ট্রাক্টর চালকের নাম উজ্জ্বল দণ্ডপাট (৪৮)। তাঁর বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত রামপুরা গ্রামে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ধারায় মামলা রুজু করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

চন্দ্রকোনায় বিজেপির অভিনন্দন যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: চন্দ্রকোনা বিধানসভার অন্তর্গত চন্দ্রকোনা-২ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য অভিনন্দন যাত্রার আয়োজন করা হয়। চন্দ্রকোনার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরবাড়ি থেকে পুরের হাট পর্যন্ত এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। অভিনন্দন যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, বিজেপি নেতা সুদীপ কুশারি, চন্দ্রকোনা ২ নম্বর মণ্ডলের নেতৃত্ব এবং বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক। যাত্রাপথে বিধায়ক সুকান্ত দোলুই সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং কর্মী-সমর্থকদের অভিনন্দন জানান। বিধায়ক সুকান্ত দোলুই জানান, 'মানুষের সমর্থন ও আশীর্বাদকে সঙ্গে নিয়েই দল আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার খড়গপুর (৬৪১৭৫)
৩য় তল, অটওয়াল এস্টেট, পোঃঅঃ : ইন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৫ ই-মেল : sbi.64175@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবগতিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঠিকানা, অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী রতন শূর** পিতা চুনিলাল শূর, গ্রাম : দিঙ্গল, পো দিঙ্গল,থানা : ডেবরা, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ -৭২১১৬০। **হাউস বিল্ডিং লোন : অ্যাকাউন্ট নং ৩৬৩২২৩২১৬৪৮ এবং ইনস্টা হোম টপ আপ অ্যাকাউন্ট নং ৩৯২৮৫৭২৪০২১** **শাখা : বালিচক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি মৌজা : গটগেড়িয়া, জেএল নং ৪৩৯, সাবেক খতিয়ান নং ৯৮, হাল খতিয়ান নং ৪৩৩, প্লট নং ১৮, পরিমাপ এরিয়া **৫ ডেসিমেল**। শ্রেণি -বাস্তু, **দলিল নং ১-০৪৩৩/২০১০, তারিখ : ২৯.০১.২০১০, এডিএসআর বালিচক, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর।** **সম্পত্তি শ্রী রতন শূর,** গ্রাম : দাঙ্গল, পো : দাঙ্গল, থানা : ডেবরা, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৬০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** উত্তম কুমার পাত্র। **দক্ষিণে :** স্বাতী পাল। **পূর্বে :** সুযশ মাইতি। **পশ্চিমে :** সড়ক।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২০.০৫.২০২৬ এনপিএ তারিখ ০২.০৫.২০২৬	**হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৬৩২২৩২১৬৪৮ এবং ইনস্টা টপ আপ অ্যাকাউন্ট নং ৩৯২৮৫৭২৪০২১ ১৩,৪১,৮৯৬.০০ টাকা (এইচবিএল) + ৫৪, ৮৯৭.০০ টাকা (ইনস্টা হোম টপ আপ) সর্বমোট একত্রীকৃত ১৩,৯৬,৭৯৩.০০/- টাকা** (তেরো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ তিরানব্বই টাকা) ২০.০৫.২০২৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পদ্ধতিতে জারির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাকে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০১.০৬.২০২৬
স্থান : খড়গপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এক কোটি টাকা তোলাবাজি!

বর্ধমানে যুব মোর্চার সভাপতি পিন্টু সামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রায় এক কোটি টাকা তোলা না দিলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষবাস বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির যুব মোর্চার যুব সভাপতি পিন্টু শ্যাম ও দেবজ্যোতি নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই মর্মে বর্ধমান সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নবাবহাট ফাগুপুরের বাসিন্দা শেখ হালিম। লিখিত অভিযোগ পত্র অনুযায়ী গত ২৭ মে ২০২৬ তারিখে সন্ধ্যায় শেখ হালিমের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে আসেন অভিযুক্তরা। তাঁদের সাথে ‘মাধব’ নামের এক ব্যক্তিও ছিলেন ওই দিন। অভিযোগকারীকে রেনেসাঁর মাঠের মধ্যে একা নিয়ে গিয়ে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা দাবি করা হয় এবং চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। সেখানে শেখ হালিম টাকা দিতে পারবে না বলে পায়ে ধরলেও অভিযুক্তরা তা মানতে রাজি হননি বলে অভিযোগ।উল্টে হুমকি দিয়ে বলা হয়, টাকা না দিলে তাঁর ব্যবসা, বাণিজ্য ও চাষবাস সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমনকি ক্ষ্ম্বাঁচালে তারাই বাঁচাবে আর মারলে তারাই মারবেক্ষ্ম বলেও চরম হুমকি দেয়। অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, ওই দিনই রাত ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা নাগাদ মাধব নামের ওই ব্যক্তি পুনরায় ফোন করে জানান যে, তিনি বাকিদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁরা ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকায় রাজি হয়েছেন। ভয়ে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি অত্যন্ত ছোট মানুষ, বেলগ্রামে তাঁর ৪.৫ কাঠা জায়গা আছে এবং সেটিই তিনি লিখে দিতে পারেন। কিন্তু তাও মানতে রাজি হয়নি অভিযুক্তরা, ৩০ লক্ষ টাকাই দাবি করা হয়। নিরুপায় হয়ে গত ৩০ মে বর্ধমান সদর থানার আইসির কাছে নিরাপত্তা ও প্রতিকার চেয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শেখ হালিম। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রাজনৈতিক নেতার নাম জড়ানোয় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমিধ্যেই এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলি পক্ষ থেকে তৃণমূল ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কটুক্তি করা হয়েছে এবং এই পিন্টু সামের বিরুদ্ধে আইনগত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্টো দিকে অভিযুক্ত বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পিন্টু সাম পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তিনি জানিয়েছেন এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য তার নামে মিথ্যা রটানো হচ্ছে। তিনি এই বিষয়ে সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয়। কিছু মানুষ তার সৎ ভাবা বেগে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে। বর্ধমান সদর থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উদ্ধার একাধিক সরকারি ত্রিপল এবং শীতের কম্বল

কাঠগড়ায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের পড়াশিয়া পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক সরকারি ত্রিপল এবং বস্তা ভর্তি শীতের কম্বল। বিজেপি কর্মী ও নেতৃত্বদের দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সামগ্রী মজুত করে রাখা হয়েছিল বাড়ির ভিতরে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। বিজেপি নেতৃত্বরা বাড়িতে গিয়ে সেই সামগ্রী উদ্ধার করার দাবি করেন এবং পুরো ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যেই এক বিজেপি নেতার ফেসবুক পেজে ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা

যাচাই করেনি ‘একদিন’ পত্রিকা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাল্টা রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সরকারি সামগ্রী কীভাবে পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে এল, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশাসনের তরফে তদন্তের দাবি তুলেছে বিরোধীরা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

কন্টিনেন্টাল ভালভ্স লিমিটেড

CIN : L29221WB1982PLC057718

রেজিস্টার্ড অফিস: সুকেত, ২০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ

টেলি এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৯৫৩.০৪	৩৫৬.২৬	৮৪৭.০৪	২১০০.৫৮	২০০৮.৯৮
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ববর্তী)	২০.৩৮	৫.২৯	১০.৪৮	৩৫.৬৫	৩২.৯৩
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী	১৬.৪	১.৪২	৩.৯৪	২৩.১৪	১৯.৬১
৪.	করের সময়কালের জন্য মোট অন্যান্য বিস্তৃত আয়	(১১.৩৩)	(২.৫৮)	(৮.৮৫)	০.৭১	(৯.৪৩)
৫.	সময়কালের জন্য মোট বিস্তৃত আয়	৫.০৭	(১.১৬)	(৪.৯১)	২৩.৮৫	১০.১৮
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২
৭.	মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	০.০৬	০.১৭	০.৪৮	২.৮৪	২.৪১

দ্রষ্টব্য :

১ উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত ও পরিচালন পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত, ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়। সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ -এর অধীনে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক সীমিত পর্যালোচনা সম্পাদন করা হয়েছে।

২ এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর জন্য ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুল ২০১৫ (ইন্ড এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি প্রযোজ্য পরিমাণে।

৩ কোম্পানী শুধুমাত্র একটি বিভাগে কাজ করে অর্থাৎ কন্ট্রোল ভ্যালস এবং স্পেয়ার। তাই কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে ইন্ড এএস - ১০৮ অনুযায়ী সেগমেন্ট ভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই।

৪ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান ৩১ মার্চ, ২০২৬ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং সময়ের জন্য শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
ধরমবীর কুমার
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৬

গ্রেপ্তার প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই একের পর এক নেতার বিরুদ্ধে জমা পরে অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার করা হয় একের পর এক তৃণমূল নেতাকে। সেই মতই তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলো বর্ধমান দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাস। তার বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ পেয়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ছিল। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ বিহারের মুঘলসরাই যার বর্তমান নাম দিন দয়াল উপাধ্যায় স্টেশন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।ধৃত প্রাক্তন বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে একাধিক নথি ও তথ্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সেখানে আদালতে তোলার পরে পুলিশের একটি বিশেষ দল তাঁকে নিয়ে রাজ্যে ফিরবে বলে সূত্রের খবর।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। যদিও তার টা তার দলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তবে খোকন দাসের গ্রেপ্তারের খবরে আনন্দিত বিজেপির কর্মী, সমকর্থকরা।

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

CIN No. U51909WB1980PLC033173

রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩

ই-মেল: corp@titagarh.in, ওয়েবসাইট: www.apextraders.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০৬ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৩৪	০.৩৭	০.৪১	১.৫০	১.৭৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-১.০৫	-০.৯৫	-১.১৭	-৪.৪৭	-৪.১১
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৬২	-০.৯৫	৫৮.৪৫	-৪.০৪	৫৫.৫১
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৬২	-০.৯৫	৫৮.৪৫	-৪.০৪	৫৫.৫১
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	-০.৬২	-০.৯৫	৫৮.৪৫	-৪.০৪	৫৫.৫১
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেসভ্যালু)					
	ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব মৌলিক ও মিশ্রিত	-০.৫৩	-০.৪৮	-০.৫৯	-২.২৪	-২.০৬
	ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পরবর্তী মৌলিক ও মিশ্রিত	-০.৩১	-০.৪৮	২৯.২৩	-২.০২	২৭.৭৬

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.cse-india.com)** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

(খ) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বর্ষের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ৩০ মে, ২০২৬ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
মাতলুবুল জামিল জিলায় মওলা
ডিরেক্টর
DIN: 01004409

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৬

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1989PLC047091

রেজিঃ অফিস : অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি @৫, ৭ম তল, সাউথ উইং, বিএন ব্লক, এসটি. নং ১৮, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

ফোন নং- ০৩৩-৪৮৪৯ ৬৪৯০ ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com, ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯৯.৯৭	১৪৬.৩৯	১৯৪.৭০	৫০৪.৪৬	৭১৬.৮০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর,ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	(৮.১৪)	২৫.৭৬	(৪.৪৮)	২৬.১৫	৭৫.৭৯
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	(৮.১৪)	২৫.৭৬	(৪.৪৮)	২৬.১৫	৭৫.৭৯
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী(ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	(৭.৬৮)	২৫.৬৭	(৭.৮০)	২০.৮৩	৫৯.২৮
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(১২৭.২৪)	২৫.৬৭	১৯০.০৯	(৯৮.৭৩)	২৫৭.১৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	৪,৩১০.১৫	৪,৪৩৮.৩৪	৪,৪০৮.৩৯	৪,৩১০.১৫	৪৪০৮.৩৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য)					
	(ক) মৌলিক :	(০.১৩)	০.৪৩	(০.১৩)	০.৩৫	০.৯৯
	(খ) মিশ্রিত :	(০.১৩)	০.৪৩	(০.১৩)	০.৩৫	০.৯৯

দ্রষ্টব্য ঃ

(১) ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।

(২) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনর্শ্রেণিফুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

(৩) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি এক্সেস করা যাবে।

(৪) ৩১ মার্চ, ২০২৬ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানসমূহ হলো; সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকাশিত বছর-থেকে-তারিখ অনিরীক্ষিত পরিসংখ্যানসমূহের মধ্যকার ভারসাম্যমূলক উদ্বৃত্ত, যা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার অধীন ছিল।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
পবন কুমার টোডি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN- 00590156

তারিখ: ৩০ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN NO : L63090WB1989PLC099645

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০০০৯

৩১/০৩/২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ (টাকার অঙ্ক লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষ ৩১ মার্চ ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৩০৪.৫৭	২৭৯৫.৬১	২৮৫০.১০	১১৮৩৪.৬৩	১০৩৯৫.৬২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	১০০.৮৬	৫৯.৫৯	১০৭.৪৬	৩০৬.৯৬	৩৫৭.৬৬
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (অতিরিক্ত দফার পরে)	১০০.৮৬	৫৯.৫৯	১০৭.৪৬	৩০৬.৯৬	৩৫৭.৬৬
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (অতিরিক্ত দফার পরে)	৮৩.০৪	৪৫.৯২	৮৮.৪৬	২৪১.০৮	২৮৮.৮৫
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় {সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)}	৮৮.৬০	৪৬.১২	৯৩.৩০	২৪৬.৯৪	২৮৯.২২
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত				১২৮৮.০৭	১০৪১.১২
৮	শেয়ার প্রতি আয় - মৌলিক ও মিশ্রিত	১.৬৭	০.৯২	১.৭৮	৪.৮৪	৫.৮০

দ্রষ্টব্য :

১. উপরের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ৩০.০৫.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.frontlinecorporation.org -এ পাওয়া যাবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পবন কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN NO: 00060418)

স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ৩০.০৫.২০২৬

কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ ভুতনিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি প্রকল্পের পাকা ঘর না পেয়ে কাটমানি ফেরতের দাবিতে এলাকারই এক তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক গ্রামবাসীরা। শুধু তাই নয়, ওই পঞ্চায়েত সদস্যের এক দেওর গ্রামের শতাধিক মানুষের কাছ থেকে পাকাঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা টাকা কাটমানি হিসাবে তুলেছে বলে অভিযোগ। রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতা থেকে অপসারিত হতেই এখন নিজেদের কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতেই সোচ্চার হয়েছেন ভুতনি থানার অন্তর্গত মানিকচক ব্লকের উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিটোলা এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার সকাল থেকেই কয়েক দফায় শতাধিক গ্রামবাসীরা ওই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য এবং অপর এক তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ভুতনি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যে পাকা ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি অভিযোগ পত্র মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের কাছেও তুলে দিয়েছেন। বিধায়ক জানিয়েছেন, বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মাসের পর মাস এলাকার কয়েকশো উপভোক্তাদের পাকাবাড়ি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্য বেহুলা মণ্ডল এবং তার এক দেওর ডালিম মণ্ডল। রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতা থেকে চলে গিয়েছে। এখন পাকা ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে ওদের কোনও ভূমিকা নেই। তাই এলাকার যত মানুষের টাকা ওরা নিয়েছে, সেই টাকা ফেরতের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা বলেন, ‘স্থানীয় তৃণমূল নেতা ডালিম মণ্ডল পাকা ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করেই মূলত এলাকার প্রায় দেড়শো জন গ্রামবাসীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। কেউ দুই হাজার কেউ পাঁচ হাজার আবার কেউ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি হিসাবে ওই তৃণমূল নেতাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাসের পর মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই প্রকল্পের সুবিধা না মেলায় এদিন গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অনেকবার টাকা ফেরত চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনরকম ভাবেই ওরা আমাদের কথায় গুরুত্ব দিচ্ছিল না। এরপরই তাদের বাড়ি ঘেরাও বিক্ষোভ দেখানো হয়।’ যদিও এপ্রসঙ্গে ওই তৃণমূল নেতা ডালিম মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘এরকম অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিজেপির স্থানীয়রা চক্রান্ত করে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।’ তিনি এবং তার পঞ্চায়েত সদস্যা বৌদি কারোর কাছ থেকে কোনও টাকা নেননি। মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল প্রশাসনের কাছে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখার আবেদন জানিয়েছেন।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: L20219WB1985PLC096557

রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ ইমেল আইডি: assamentrade1985@gmail.com ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুসারে] (লক্ষ টাকায়)

নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন (নিরীক্ষিত) সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫	সমাপ্ত বর্ষের জন্য ৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫	কনসোলিডেটেড (নিরীক্ষিত) সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫	সমাপ্ত বর্ষের জন্য ৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮২.৬৫	১৯৬.৯৭	১২৬৬.১১	১২৮১.২০	১৮২.৯৬	১৯৭.২৯	১২৬৭.১৪	১২৮২.১০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফার পূর্বে#)	-৫৮.৫০	১৯৭.৫৪	৩০৬.৩০	৪০৭.০১	-৫৮.৩০	১৯৬.৯৯	৩০৬.৫২	৪০৬.৯৩
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফার পরে #)	-৫৮.৫০	১৯৭.৫৪	৩০৬.৩০	৪০৭.০১	-৫৮.৩০	১৯৬.৯৯	৩০৬.৫২	৪০৬.৯৩
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফার পরে #)	-৯১.১৪	১৬৮.১৪	১৯৭.৩৯	৩০২.৪৯	-৯১.০৩	১৬৯.৪৭	১৯৭.৫২	৩০২.৪০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	-৯১.১৪	১৬৮.১৪	১৯৭.৩৯	৩০২.৪৯	-৯১.০৩	১৬৯.৪৭	১৯৭.৫২	৩০২.৪০
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	০.০০	০.০০	৬২৬৯.৭১	৬০৭২.৩২	০.০০	০.০০	৬৫৭৮.৪৭	৬৩৮১.০১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	-৬.৩৩	১১.৬৮	১৩.৭১	২১.০১	-৬.৩৩	১১.৭৯	১৩.৭১	২১.০১
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	-৬.৩৩	১১.৬৮	১৩.৭১	২১.০১	-৬.৩৩	১১.৭৯	১৩.৭১	২১.০১

* সংরক্ষণের মধ্যে উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকার সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্রষ্টব্য:

১ উপরোক্তটি হল এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com) -তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
নিশান্ত গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00326317

স্থান : কানপুর
তারিখ : ৩০-০৫-২০২৬

নবীন অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

CIN: L15431WB1979PLC032425

রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৭

ফোন : ৭০৫৩০৯৯৫০১ ইমেল : navinagroind@gmail.com

ওয়েবসাইট : naviagroltd.in

(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষ এর আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত

বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত অর্থাঙ্ক ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত অর্থাঙ্ক ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত অর্থাঙ্ক ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত অর্থাঙ্ক ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত অর্থাঙ্ক ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কাজ থেকে মোট আয় (নিট)	৩৯৭.৪০	৯৯.৩৬	১৫৯.৩৮	৬১৮.৩৮	১৬৮.৫৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	-২৩.০৭	৩৬.৪০	৩৬.৩১	৩১.৪০	১৯.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব, (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২৯১.০৮	৩৯৮.৮১	(৩১.৭৪)	(২.৯৫)	২৮৬.২৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	-২৩.০৭	৩৬.৪০	৩৬.৩১	১৮.৪১	১৯.৫৯
মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের (লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী)	-২৩.০৭	৩৬.৪০	৩৬.৩১	১৮.৪১	১৯.৫৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪২২৮১২০	৪২২৮১২০	৩৪৯২১২০	৪২২৮১২০	৩৪৯২১২০
সংরক্ষিত (সংরক্ষিত মূল্যের পুনর্মূল্যায়ণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১) শেয়ার পিছু আয় (১০ টাকা প্রতিটি) চালু এবং অচালু কার্যাদি থেকে					
ক) মূল	(০.৫৫)	০.৮৬	১.০৪	০.৪৪	০.৫৬
খ) মিশ্র	(০.৫৫)	০.৮৬	১.০৪	০.৪৪	০.৫৬

দ্রষ্টব্য :

১. উক্ত তিনমাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুরেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাস /বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জেরে ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২. উক্ত ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক ৩০.০৫.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত।

৩. উক্ত ফলাফল বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক পর্যালোচিত ২০১৫ সালের সেবি (সিস্টিং অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস অধীনে।

৪. কোম্পানি কেবল একটি ক্ষেত্রে (এনবিএফসি) কাজেই নিযুক্ত।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নবীন অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
স্বা/-
রাঘবেন্দ্র দুবে
ডিরেক্টর
ডিন : ০৮৭১৯৫৬৮

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০৫.২০২৬

ঊমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934

রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭

ওয়েবসাইট: http://www.umaexports.net/; ইমেল: rakesh@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ (লক্ষ টাকায়)

ক্র.	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৬,১৫৭.৪৩	১৫২,৩১৪.১০	১৬৬,৮৩৮.৩১	৪৫,২৬৫.৭৩	২৬,৩৯২.৯৭	১৫২,৯৯১.৩১	১৭২,৪০৪.৪০	৪৫,৮৮১.৫৬
২	ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১০৭.৮৭	১৪৩.৬১	৯৫.৯৭	(৭০৬.৬৯)	৯৯.৪৭	১৭৫.৩৯	৩৭৫.০২	(৭০৯.৩১)
৩	কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১০৭.৮৭	১৪৩.৬১	৯৫.৯৭	(৭০৬.৬৯)	৯৯.৩৬	১৭৫.১৮	৩৭৪.৫৫	(৭০৯.৬৩)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৫২.৩৩	৬৭.৪৫	৭১.৮০	(৫৩০.৮৩)	৩৬.৮৯	৮৪.২৪	৩৪৯.৯৮	(৫৩৪.১৮)
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২৮.০৮	৫০.৭৭	৮৩.০১	(৫৩০.৪৫)	১০০.৩৭	২৭৬.০২	৪০৫.৪৪	(৫৩৪.৫৫)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮
৭	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	১৪,০৪১.২৪	১৩,৯৯০.৪৬	-	-	১৬,২৯৪.৪৬	১৬,০১৮.১৪	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) -								
	মৌলিক :	০.১৫	০.২০	০.২১	(১.৫৭)	০.১১	০.২৫	১.০৪	(১.৫৮)
	মিশ্রিত :	০.১৫	০.২০	০.২১	(১.৫৭)	০.১১	০.২৫	১.০৪	(১.৫৮)

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরে এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইটে http://www.umaexports.net/

খ) ইন্ড এএস সঙ্গতিপূর্ণ আর্থিক ফলাফল ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ খেমকা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00335016

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ মে, ২০২৬

কুমারগঞ্জে ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ সহজ করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অবিলম্বে নির্বাচন কমিশন পরিচালিত এসআইআর সংক্রান্ত ট্রাইবুনালের দ্রুত নিস্পত্তি করে সমস্ত বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় তোলা এবং রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’-এর ফর্ম সরলীকরণের দাবিতে সরব হলো বামপন্থী সংগঠনগুলো। রবিবার সারা ভারত কৃষক সভা ও গণ আন্দোলনের কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে এলাকায় একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের এই কর্মসূচিতে এলাকার প্রায় দেড় শতাধিক দলীয় কর্মী, সমর্থক তথা সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। মিছিলটি গোপালগঞ্জ সিপিআই(এম) দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে কুমারগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড, চকরামরায় এবং নাককাটি এলাকা পরিক্রমা করে। এরপর পুনরায় গোপালগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে এসে মিছিলটি শেষ হয়। সংগঠনের নেতৃত্ব জানান, বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় তোলা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে, যার দ্রুত সমাধান দরকার। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া আরও সহজ করার দাবি জানান তাঁরা, যাতে সাধারণ মানুষ অনায়াসে এই সুবিধা পেতে পারেন। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন, জেলা নেতা নারায়ণ সরকার, গণ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব রণজিৎ কুমার তালুকদার, সুনীল কিস্কু ও দিপালী সরেন প্রমুখ।

পুণের ‘ডন’ ধরা পড়তেই হদিস জঙ্গিদের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে: পুণের থেকে বিজয় ‘ডন’কে ধরতেই পাক-সমর্থিত জঙ্গিদের হামলার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। বিজয়ের সূত্র ধরেই ওই জঙ্গিদের হদিস পান গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, দিল্লি, মুম্বই-সহ দেশের পাঁচ শহরে বড়সড় হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। শনিবার দিল্লি পুলিশ এক নেপালি নাগরিক-সহ আট সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই জঙ্গি মডিউলটি দেশের বিভিন্ন শহরে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন সংবেদনশীল জায়গাগুলিকে হামলার জন্য বেছেছিল। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসএআইয়ের নির্দেশে এই জঙ্গিরা কাজ করছিল বলে দাবি দিল্লি পুলিশের। কিন্তু শার্পশুটার বিজয় ‘ডন’ ধরা পড়তেই এই জঙ্গিদের হামলার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, পুণে থেকে শার্পশুটার বিজয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দিনকয়েক আগে। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জ থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের দু’জনকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, পাকিস্তানের শাহজাদ ভাট্টি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। শাহজাদ ড্রোনের মাধ্যমে সীমান্তের ওপার থেকে ভারতে অস্ত্র পাচার করেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। শাহজাদের সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। শুধু তা-ই নয়, দাউদ ইব্রাহিম এবং আইএসআই-এর নির্দেশে নেটওয়ার্ক তৈরি করা শুরু করেছিল ধৃত ন’জন সন্দেহভাজন জঙ্গি। পুলিশ সূত্রে খবর, দিল্লির ছতরপুর এলাকায় পাকিস্তানের চার হ্যান্ডলার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তাঁরা হলেন- মুন্না ঝিংঘড়া, দিলওয়ার খান, শাহজাদ ভাট্টি এবং আমির জাট।

হিংসাজর্জর মণিপুরে এলিট কোব্রা কম্যান্ডো মোতায়েন

ইমফল, ৩১ মে: হিংসাজর্জর মণিপুরে নিরাপত্তা জোরদার এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সহিংসতাপ্রবণ রাজ্যে ‘কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী’ (সিআরপিএফ)-র এলিট ‘কম্যান্ডো ব্যাটালিয়ন ফর রেজলিউট অ্যাকশন (কোব্রা)-এর দু’টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েনের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ২০৭ কোব্রা এবং অসমে অবস্থানরত ২১০ কোব্রা ব্যাটালিয়নকে আগামী সপ্তাহখানেকের মধ্যে মণিপুরে অপারেশনাল দায়িত্বে নিয়োজিত করা হবে। এই কম্যান্ডোরা রাজ্যে সহিংসতা ও অশান্তির সঙ্গে জড়িত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান পরিচালনা করবে।

রাজ্যের বরিষ্ঠ নিরাপত্তা আধিকারিক এই খবর দিয়ে জানান, এলিট কোব্রা ইউনিটগুলো রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীগুলোর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত অভিযান চালাবে। কোব্রা মোতায়েন মণিপুরে সন্ত্রাসবিরোধী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বৃহত্তর কৌশলের অংশ, বলেন তিনি। পুলিশ অফিসার জানান, এলিট কোব্রা জঙ্গলযুদ্ধ ইউনিট ২০০৮-০৯ সালে মূলত বামপন্থী উগ্রপন্থী এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে বাহিনীটির ১০টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে প্রায় এক হাজার জন হাই-ট্রেনড কম্যান্ডো রয়েছেন। তাঁরা গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অভিযান, গেরিলা যুদ্ধ, জঙ্গল যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবিরোধী কৌশলে দক্ষ। মধ্য ভারতের নকশালবিরোধী অভিযানে কোব্রা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একাধিক সফল অভিযানের মাধ্যমে মাওবাদী কার্যকলাপ দুর্বল করতে সক্ষম হয়েছে।

ওই নিরাপত্তা আধিকারিক জানান, দেশে মাওবাদী সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় কোব্রার কয়েকটি ইউনিটকে এখন অন্যান্য উদীয়মান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুনর্নিয়োজিত করা হচ্ছে। মণিপুরের পাশাপাশি ভবিষ্যতে জম্মু ও কাশ্মীরেও বিশেষ অভিযান পরিচালনার জন্য এক বা দু’টি কোব্রা ব্যাটালিয়ন মোতায়েনের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

নৌবাহিনীর নয়া প্রধান স্বামীনাথন

নয়াদিল্লি, ৩১ মে: ভারতের নতুন নৌবাহিনী প্রধান পদের দায়িত্বভার নিলেন অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন। নৌবাহিনীর প্রধান পদ থেকে অবসর নিলেন দীনেশ কে ত্রিপাঠী। রবিবার সকালে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন বলেন,‘গভীর বিনয়, দায়িত্ববোধ, গর্ব এবং কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমি আজ ২৭তম নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করছি। দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের দ্বারা এই পদের জন্য নির্বাচিত হওয়া আমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয় এবং এই পদে থেকে ভারতীয় নৌবাহিনী ও দেশের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।’

সিডিএস পদের দায়িত্বে সুব্রমণি

নয়াদিল্লি, ৩১ মে: ভারতের পরবর্তী চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) পদের দায়িত্ব নিলেন জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি। রবিবার সকালে সাউথ ব্লকের লনে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধস্মারকে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনও করেন দেশের নতুন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ। সুব্রমণি বলেন, ‘চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। সশস্ত্র বাহিনীর ওপর রাখা আস্থার জন্য আমরা দেশের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ধারাবাহিকভাবে পেশাদারিত্ব এবং অভিযানগত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। আমরা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি ভারতের নাগরিকদের আশ্বাস দিচ্ছি, সশস্ত্র বাহিনী নিষ্ঠা, সাহস, সম্মান এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে দেশের সেবা করে যাবে।’

দিল্লিতে বহুতল ভেঙে মৃত চার

নয়াদিল্লি, ৩১ মে: রাজধানী দিল্লিতে ৫ তলা বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এছাড়াও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লির মেহরৌলি থানা এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি পাঁচতলা বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের তলায় একাধিক ব্যক্তি চাপা পড়ে যান। ধ্বংসস্তূপ থেকে ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবারও চলছে উদ্ধারকাজ। দিল্লি এইমস সূত্রের খবর, মেহরৌলি থানা এলাকায় বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় এইমস ট্রমা সেন্টারে ১০ জন রোগীকে আনা হয়। এই ১০ জন রোগীর মধ্যে দু’জনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল, পরে আরও দু’জনের মৃত্যু হয়। বাকি আহতদের চিকিৎসা চলছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, ‘এই ধরনের সমস্ত অননুমোদিত ভবন এবং দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে, তদন্ত চলছে।

সিবিএসই উত্তরপত্রে ‘ডেটা লিক’ বিতর্কে কেন্দ্রকে তির রমেশের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে: সিবিএসইর দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, উত্তরপত্র স্ক্যানিং ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় গাফিলতির ফলে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকির মুখে পড়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও সিবিএসই বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ দাবি করেন, এটি শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয়, বরং প্রায় ২০ লক্ষ শিক্ষার্থীর গোপনীয়তার সঙ্গে জড়িত একটি গুরুতর বিষয়। তাঁর অভিযোগ, উত্তরপত্র ডিজিটাইজেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ‘কোয়েম্পট’কে চুক্তি দেওয়ার

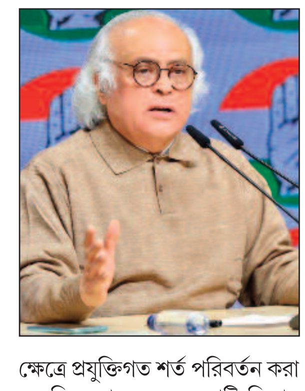

ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত শর্ত পরিবর্তন করা হয়েছিল, যার ফলে সংস্থাটি বিশেষ সুবিধা পেয়েছিল।

জয়রাম রমেশ আরও দাবি করেন, প্রকাশ্যে আসা কিছু উত্তরপত্রে কাগজ ভাঁজের দাগ এবং ছায়াচিত্রের মতো চিহ্ন দেখা গিয়েছে। তাঁর মতে, এই ধরনের চিহ্ন সাধারণত মোবাইল ফোনে তোলা ছবিতে দেখা যায়, উচ্চমানের স্ক্যানিং যন্ত্রে নয়। সেই কারণেই উত্তরপত্র স্ক্যানিংয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রযুক্তিগত মান বজায় রাখা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কংগ্রেসের বক্তব্য, বিষয়টি শুধু পরীক্ষার প্রশাসনিক ত্রুটি নয়; বরং শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষার সঙ্গেও জড়িত। তাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে দলটি।

প্রসঙ্গত, সিবিএসইর উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ডিজিটাল সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে।

ময়দান

কোহলির ব্যাটে ইতিহাস, টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন আরসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এখন আর শুধুই জনপ্রিয় দলের নাম নয়, তারা এখন আইপিএলের নতুন শক্তিকেন্দ্র। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে গুজরাত টাইটান্সকে ৫ উইকেটে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল ট্রফি জিতল আরসিবি। আর এই জয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সেই চেনা মুখ;বিরাট কোহলি। অধিনায়ক না হয়েও যিনি দলের সবচেয়ে বড় ভরসা, সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। ফাইনালের মঞ্চেও তিনি প্রমাণ করলেন কেন তাঁকে এখনও ‘কিং’ বলা হয়।

টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত শুরু থেকেই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। বেঙ্গালুরুর পেস আক্রমণ গুজরাতের ব্যাটিং লাইনআপকে কোনও ছন্দ খুঁজে পেতে দেয়নি। বিশেষ করে ভুবনেশ্বর কুমার, জস হ্যাজেলউড এবং তরুণ রশিখ সালাম দুর্দান্ত নিয়ন্ত্রণ দেখান।

গুজরাতের ব্যাটিং মূলত শুভমান গিল এবং সাই সুদর্শনের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু দুই তারকাই এদিন ব্যর্থ হন। সুদর্শনকে দ্রুত ফিরিয়ে দেন ভুবনেশ্বর, আর গিলের উইকেট তুলে নেন হ্যাজেলউড। দুই ওপেনারের বিদায়ের পর থেকেই চাপে পড়ে যায় গুজরাত। মাঝের ওভারগুলোতে দীর্ঘ সময় কোনও বাউন্ডারি না আসায় রান তোলার গতি একেবারেই কমে যায়।

জস বাটলারও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। তরুণ নিশান্ত সাঁধুও শুরুটা ভালো করেও তা বড় রানে রূপান্তর করতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত একমাত্র ওয়াশিংটন সুন্দরই লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর অর্ধশতরান গুজরাতকে কিছুটা সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেয়। তবে আরসিবির নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৫৫ রান তুলতে সক্ষম হয় গুজরাত। বোলারদের মধ্যে রশিখ সালাম ছিলেন সবচেয়ে সফল। তাঁর তিন উইকেট গুজরাতের ইনিংসের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। ভুবনেশ্বর ও হ্যাজেলউড দুটি করে উইকেট নেন। অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনার সঙ্গে তরুণদের উদ্যম মিশিয়ে যে দল গড়ে উঠেছে, তার অন্যতম স্থপতি অধিনায়ক পাতিদার।

১৫৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আরসিবি শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রিত ক্রিকেট খেলে। তবে ম্যাচের আসল আকর্ষণ ছিলেন বিরাট কোহলি। উইকেটের এক প্রান্ত আগলে রেখে তিনি ধীরে ধীরে ইনিংস গড়ে তোলেন। প্রয়োজনমতো আক্রমণ এবং ঝুঁকিহীন ব্যাটিংয়ে গুজরাতের বোলারদের উপর চাপ বাড়াতে থাকেন। মাঝে কয়েকটি উইকেট পড়ে যাওয়ায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। শেষ দিকে শুভমান গিলের হাতে ধরা পড়েছেন বলে মনে হলেও থার্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে বেঁচে যান কোহলি। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে এক মুহূর্তও দেরি করেননি তিনি। ৪২ বলে ৭৫ রানে অপরাজিত থেকে শেষ পর্যন্ত ছক্কা মেরে দলের জয় নিশ্চিত করেন কোহলি। তাঁর ব্যাট থেকেই আসে জয়ের রান। আর সেই মুহূর্তেই উৎসবে ফেটে পড়ে লাল-সোনালি শিবির। একসময় যে দল ১৮ বছর ধরে একটি ট্রফির অপেক্ষায় ছিল, সেই আরসিবিই এখন টানা দুইবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন। আর এই সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন বিরাট কোহলি;একজন ক্রিকেটার, একজন নেতা এবং একটি প্রজন্মের আবেগ। তাঁর হাত ধরেই আবারও আইপিএলের সিংহাসনে বসেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু।

পিএসজির ইউরোপ সেরা হওয়ার রাতে অগ্নিগর্ভ প্যারিস

প্যারিস, ৩১ মে: ২০ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠে দারুণ লড়াই করেও শিরোপার দেখা পেল না আর্সেনাল। বুদাপেস্টে শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে জিতেছে পিএসজি। ইউরোপ সেরার মঞ্চে লুইস এনরিকের দলের এটি টানা দ্বিতীয় শিরোপা। এর আগে ম্যাচের শুরুতে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন কাই হাভার্টজ। দ্বিতীয়ার্ধে সফল স্পট কিকে সমতা ফেরান উসমান দেম্বেলে। ৯০ মিনিটের ম্যাচ শেষ হয় ১-১ সমতায়। অতিরিক্ত সময়েও স্কোর লাইন একই থাকে। কয়েক দিন আগে ২২ বছরের খরার অবসান ঘটিয়ে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে শিরোপা জেতে আর্সেনাল। কিন্তু ইউরোপ সেরার মঞ্চে শিরোপা অধরাই রয়ে গেল তাদের। শনিবার রাতে পিএসজির চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল জয়ের পর হাজার-হাজার মানুষ রাস্তায় নামেন। শুরু হয় সহিংস সংঘর্ষ। ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, দেশব্যাপী ৪১৬ জনকে আটক করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ২৮৩ জনকে প্যারিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে কতজনকে আরও তদন্তের জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরেন্ট নুনেজ বলেছেন, সাতজন আধিকারিক আহত হয়েছেন এবং এই অস্থিরতাকে ‘একেবারেই অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া ছয়টি যানবাহন ও দু’টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে নাটকীয় পেনাল্টি শুটআউটে জয় উদযাপনের সময় প্রায় ২০,০০০ মানুষ প্যারিসের বিখ্যাত শঁজেলিজে অ্যাভিনিউতে জড়ো হয়েছিল।

অকালে প্রাণ হারালেন প্রাক্তন ক্রিকেটার দেবজ্যোতি

স্মরণসভার আয়োজন বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অকাল প্রয়াত হলেন কুমোরটুলি ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং বর্তমান সিএবি-র পর্যবেক্ষক দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে ক্রিকেট মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।বুধবার বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ক্রিকেট জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দেবজ্যোতি। ১৯৯৮ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তাঁর খেলোয়াড় হিসেবে পথচলা শুরু হয়। বাংলার অনূর্ধ্ব-২২ দলে প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি কুমোরটুলি ক্লাবের হয়ে অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি। পরবর্তীতে কোচিং এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে সিএবি-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন।রবিবার

সকালে বারাসাতে সৃষ্টি ক্রিকেট একাডেমির কর্ণধার প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দেবজ্যোতির স্মরণে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত ক্রিকেটারের ক্লাব সদস্য এবং সহকর্মীরা উপস্থিত থেকে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। শোকস্তব্ধ প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, দেবজ্যোতি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নিজের ছেলের মতো সম্পর্ক ছিল। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে বাংলার ক্রিকেট এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারাল।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN: L52110WB1985PLC240038

রেজিস্টার্ড অফিস: ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮

ইমেল: ankurmarketing85@gmail.com, ওয়েসাইট: https://www.ankurmarketing.com/, টেলি: ৯০৫১১৫৩৩৮৫

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(লক্ষ -তে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	১৩৩.০০	১৩৪.৭৪	১২৮.০০	৫৩৫.৬৮	৫০২.১৮
২	সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফার পূর্বে]	৬৩.৯৫	৮৫.৯৮	৭২.২৯	৩০৪.৯০	২৬৫.৩৬
৩	কর পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সময়ের নিট লাভ / (ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফার পরে]	৬৩.৯৫	৮৫.৯৮	৭২.২৯	৩০৪.৯০	২৬৫.৩৬
৪	কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়ের নিট লাভ / (ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফার পরে]	৫১.৭১	৭০.৭৫	৬১.৪৩	২৫১.১৯	২২৩.১২
৫	সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বয়ে]	৫১.৭১	৭০.৭৫	৬১.৪৩	২৫১.১৯	২২৩.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত মতো	-	-	-	১,৪৪১.৯৯	১,১৯০.৭৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (চলমান এবং বন্ধ হওয়া কার্যক্রমের জন্য)-					
	১. মৌলিক	১.৭২	২.৩৬	২.০৫	৮.৩৭	৭.৪৪
	২. মিশ্রিত	১.৭২	২.৩৬	২.০৫	৮.৩৭	৭.৪৪

দ্রষ্টব্য :- উপরোক্ত বিবরণীটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ -এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস মাত্র।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড -এর পক্ষে
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
[DIN: 01021359]

তারিখ: ৩০.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
THE DURGAPUR PROJECTS LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
CIN NO. U40102WB1961SGC025250

CANCELLATION OF E-AUCTION

E-auction No. **(1)** WBDPL/PUR/LAND/38/25-26/Adt.06-01-2026. E-auction No. **(2)** WBDPL/PUR/LAND/38/25-26/B dt. 06-01-2026. E-auction No. **(3)** WBDPL/PUR/LAND/38/25-26/C dt. 06-01-2026. E-auction No. **(4)** WBDPL/PUR/LAND/38/25-26/D dt .06-01-2026. E-auction No. **(5)** WBDPL/PUR/LAND/38/25-26/E dt. 06-01-2026. All are hereby cancelled. Visit: https://wbtenders.gov.in / www.dpl.net.in

ICA- T8975(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTICE INVITING TENDER
Bid Reference No. – WBMSCL/NIT-349/2026, Dated – 22/05/2026

West Bengal Medical Services **Corporation Ltd. is inviting online bids for Comprehensive Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System (WSS) and Borewell (including man power, consumables, spare parts etc.) for Raiganj Government Medical College and Hospital (Site-1 & Site- 2) under the jurisdiction of WBMSCL for a period of 1 (one) year.** Last date of submission of bid (online) – 08.06.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 01.06.2026 at 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **joydip_ojha@yahoo.co.in** Sd/- Managing Director, WBMSCL & Sr. Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.

ICA- T8965(2)/2026

হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড

পূর্বে ‘সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড’ নামে পরিচিত

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং (CIN) - L65993WB1989PLC047002

রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭

ই-মেল investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com • দূরভাষ : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩০

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৮.৬৮	৯.৪৬	১০.৩১	৩৭.৫৯	৪০.৪০	৩৭,৩৭৮.০১	৩৪,৫৭৩.৭০	২৮,৫৮৪.০৫	১৩১,৯২৬.৫৯	১১১,০৯৫.৪৬
কর এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ পূর্ব সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(১৫.২০)	(৪০.৯৯)	(৬.৮৩)	(৯৫.১২)	(৭১.৩৭)	(১,৩৮৬.৪৮)	৯১.৮৭	(৪৯১.৪৬)	(১২৩.০৬)	(২২৩.১৯)
কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ	(১৫.২০)	(৪০.৯৯)	(৬.৮৩)	(৯৫.১২)	(৭১.৩৭)	(১,৪৮২.৫৭)	৯১.৮৭	(৪৬৩.৪৬)	(২৩৫.৭৬)	(১৯,২৮৬.১০)
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ	(১৫.২০)	(৪০.৯৯)	(৬.৮৩)	(৯৫.১২)	(৭১.৩৭)	(১,২৯৬.৮৮)	৩৬.৮৭	১,৭৫৭.২১	(১৪৪.৭৩)	(১৩,৩৫৪.৩০)
মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি) সময়কালের জন্য	(১২.৯১)	(৪১.৭৩)	(১০.০০)	(৯৪.৩৮)	(৭২.৯৮)	(১,১৪৯.৮৪)	৫১.১১	১,৬৮৫.১৭	৭৩.৬৮	(১৩,৩৯৯.১০)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	২৩,৯০৫.১০	২৩,৯৯৯.৪৮	-	-	-	৬০,৯০৭.৭৬	৬৩,৮০৬.০৫
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.০৫)*	(০.১৩)*	(০.০২)*	(০.৩০)	(০.২২)	(৩.৫১)*	০.৩৫*	৪.৩০*	০.৩৭	(২৮.৬৬)
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.০৫)*	(০.১৩)*	(০.০২)*	(০.৩০)	(০.২২)	(৩.৫১)*	০.৩৫*	৪.৩০*	০.৩৭	(২৮.৬৬)

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য -

১. উপরেরটি স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহর) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www. nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- https://www.sastasundarventures.com/Pdf/Audited_Financial_Results_Standalone_and_Consolidated_31032026.pdf -এও পাওয়া যাবে এবং নীচে দেওয়া নিম্নলিখিত কুইক রেসপন্স (কিউআর) কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

২. আইএনডিএএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড
পূর্বে ‘সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড’ নামে পরিচিত
বানওয়ারি লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00365809

তারিখ: ৩০ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

ডিমেনশিয়া

নিঃশব্দে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ

ড. গৌতম সরকার

আধুনিক যুগ হল 'গতির যুগ', সেখানে জেটগতির দুনিয়ার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা চলতেই থাকে। আর তার থেকেই সৃষ্টি হয় নিত্যি নতুন চাপ। যদিও ডাক্তারি মতে 'চাপ' আর 'স্ট্রেস' এক কথা নয়। কোনও কোনও চাপ যখন একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে যায়, তখন সেটা 'স্ট্রেস' নামক এক রোগে পর্যবসিত হয়। এই প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানী গিলার্ড-এর বিশ্লেষণ হল, রোজকার কাজের চাপে শারীরিক শক্তির খরচ হওয়ার ঘটনাটি স্বাভাবিক অভিযোজন ক্রিয়ার মধ্যেই পড়ে, অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় রোজকার দায়িত্বের সাথে আমাদের কর্মক্ষমতা পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলাতে থাকে। তাই অফিসে অতিরিক্ত কাজের চাপ, বা পরীক্ষার আগে শেষ মুহূর্তের পুনঃপাঠ আমাদের শরীর ও মন সম্পূর্ণ করতে পারে। তবে সবকিছু একটা মাত্রা পর্যন্ত ঘটানো সম্ভব। সেই মাত্রা বা সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলে সেটি আর চাপ থাকে না, স্ট্রেসে পরিণত হয়। স্ট্রেস যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, একটা সময় শরীর ও মনের মধ্যেকার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এর পরিণতিতে সামান্য 'অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম' থেকে বিষয়টি মারাত্মক 'সাইকোসিস সমস্যা'-র সৃষ্টি করতে পারে, যেটি কালক্রমে 'ডিমেনশিয়া' বা 'চিত্তভ্রংশ' রোগে পরিণত হয়।

অলক্ষ্যে বেড়ে চলেছে ডিমেনশিয়া রোগীর সংখ্যা। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকা 'ল্যানসেট' জানাচ্ছে, ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষের কাছাকাছি, এবং আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ ওই সংখ্যা বেড়ে হবে ১৫ কোটি। এই নিরিখে ভারতবর্ষের অবস্থাও খুব উদ্বেগজনক। প্রকাশিত ওই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ২০৫০ সালে ভারতবর্ষে ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত হবে প্রায় এক কোটি চোদ্দ লক্ষেরও বেশি মানুষ। ২০১৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ।

ডিমেনশিয়া-র প্রাথমিক বিস্তার খুবই ধীরে ধীরে হয়, ফলে এই রোগ ধরা পড়তে অনেকটা সময় লেগে যায়। যখন কোনো ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়, তখন কতকগুলি সাধারণ উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সাম্প্রতিক ঘটনা, পরিচিত মানুষের নাম ও চেহারা ভুলে যাওয়া;

জিনিসপত্র সঠিক জায়গায় না রাখা; একই কথা বা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা; কথার খেই হারিয়ে ফেলা; হতাশা, নিদ্রাহীনতা, অস্থিরতায় ভোগা; ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের অকস্মাৎ পরিবর্তন;

চিন্তাশক্তি কমে যাওয়া; সময় সম্বন্ধে আন্দাজ হারিয়ে ফেলা, অল্পেতে বিমর্ষ ও মর্মাহত হয়ে পড়া, অতীতের পছন্দের বিষয়গুলিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, ইত্যাদি। চিকিৎসকদের মতে এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রুগী বিষণ্ন ও উদাসীন হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ের উপসর্গগুলি হল অধীরতা, অল্পে রেগে ওঠা, বিভ্রম এবং ভুল বোকা। অন্তিম পর্যায়ের উপসর্গগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- অসংযম, চলাফেরায় অসুবিধা, মুখে খাবার নিয়ে বসে থাকা এবং পেশিতে খিঁচুনি।

বিজ্ঞানীদের মতে মানুষ এখন আগের তুলনায় বেশি দিন বাঁচে, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিবিসি-র স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদদাতা জেমস গ্যালাহার-এর মতে, প্রাণঘাতী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার কারণে ডিমেনশিয়া হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে বংশগত কারণ ছাড়াও বার বার স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে, মস্তিষ্কে সংক্রমণ ঘটলে, কিংবা থাইরয়েডের মতো হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা ভিটামিনের অভাবেও এই রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়াও আরও যেসব কারণে এই রোগ হতে পারে সেগুলি হল, দীর্ঘমেয়াদী ধূমপান ও মদ্যপান, আলঝেইমার্স, ভিটামিন-বি'র অভাব, কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া, মস্তিষ্কের রোগ ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল মানুষ ভুলে যায় কেন? যে অঞ্চল দিয়ে স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে বলা হয়,

হিপ্পোক্যাম্পাস। এই প্রবেশপথের উপরেই ডিমেনশিয়া রোগটি আক্রমণ করে। এর ফলে হিপ্পোক্যাম্পাস শুকিয়ে ছোট হয়ে যায়। হিপ্পোক্যাম্পাস যখন সুস্থ থাকে তখন সে সব স্মৃতি গুছিয়ে রাখার কাজ সুষ্ঠুভাবে করে। কিন্তু সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্মৃতি ধরে রাখার কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। তখন মানুষ তার সাম্প্রতিক স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। তবে অতীতের স্মৃতিগুলো পরিষ্কার মনে থাকে, কারণ সেইসময় হিপ্পোক্যাম্পাস সুস্থ থাকায় স্মৃতিগুলো গুছিয়ে রাখ তে পেরেছিল।

আলঝেইমার্সের সঙ্গে এমিলয়েড প্রোটিনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত পরিমানে এই প্রোটিন জমা হওয়ার কারণে মস্তিষ্কে কোষসমূহের মৃত্যু ঘটে। এই এমিলয়েড বিটা প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারলে মস্তিষ্কের কোষগুলোকে রক্ষা করে রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব হয়। তবে মানুষের মস্তিষ্ক হল এক জটিল কারখানা। ১০০ বিলিয়নেরও বেশি নিউরণের জটিল জ্যামিতির ততোধিক জটিলতর মেকানিজম বিজ্ঞানীদের পক্ষেও সবটা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রোগের উপসর্গ চিনে চিকিৎসা শুরু করার আগেই রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে রোগের প্রকোপ বয়স্কদের মধ্যেই বেশি দেখা গেলেও অল্পবয়সীরাও এই রোগের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। সম্প্রতি কমবয়সীদের অতিরিক্ত 'ওয়ার্ক প্রেসার' স্ট্রেস বাড়িয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে রোগটির প্রকোপ কমানো যায়, কিন্তু পুরোপুরি নিরাময় হয়না। রোগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু পরীক্ষা আছে, মূলত সেই পরীক্ষায় রোগীর বৌদ্ধিক কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা হয়। 'মিনি-মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন' এইরকম একটি বৌদ্ধিক কার্যকারিতা মূল্যায়নের পরীক্ষা। এছাড়া রুগীর শারীরিক অবস্থা বুঝে বিভিন্ন ধরণের রক্ত পরীক্ষা, মস্তিষ্কের এমআরআই বা সিটি স্ক্যান, ইইজি বা ইলেক্ট্রো-এন্সেফালোগ্রামের মাধ্যমে চিকিৎসা চালানো হয়। তবে ওষুধ ও চিকিৎসায় খুব উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া যায়না। ডাক্তাররাও বলেন, এসব রুগীর ক্ষেত্রে ওষুধের চেয়ে যত্ন ও সহমর্মিতা বেশি জরুরি। ডাক্তার, নার্স, পরিবারের লোকজনের ধৈর্য্য ও সেবা রোগীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করে।

মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রা যেদিন থেকে জটিল ও জটিলতর হতে শুরু করেছে, মানুষের চাহিদা ও ভোগ বাড়তে বাড়তে আকাশ ছুঁতে চেয়েছে এবং আরও আরও অর্থ উপার্জনের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়েছে, তখন থেকেই অতিরিক্ত কাজের চাপ, স্বপ্নপূরণ করতে না পারার হতাশা, চাকরিতে প্রোমোশনের টেনশন, বার্ষিক টার্গেট পূরণ করতে না পারার ভয়, এইরকম একাধিক কারণে ডিমেনশিয়া রোগটি মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। ১৯০৬ সালে রোগটির কথা প্রথম উল্লেখ করেন জার্মান চিকিৎসক আলোইস আলঝেইমার। স্মৃতি হারিয়ে ফেলা এক মহিলা মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, মৃতদেহের মস্তিষ্কটি প্রায় শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলে নিউরণ এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষে বেশ কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারপরই শুরু হয় এই রোগ এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে গবেষণা। সবথেকে বড় কথা, বিশ্বের খুব কম দেশই এই রোগ এবং রুগীদের নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যার পরিণতিতে পৃথিবীব্যাপী রোগীর সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র হিসেবমতো বর্তমানে সারা বিশ্বে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। 'আলঝেইমার্স অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডারস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'-এর ২০২০ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে ষাট বছরের উর্দ্ধে প্রায় ৫৩ লক্ষ মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। ২০২০ সালের ল্যানসেটের রিপোর্ট বলছে, চল্লিশ শতাংশের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রকোপ কমানো যেতে পারে। তবে তার জন্য ওষুধ ও ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়াও সুস্থ ও সংযমী জীবনযাপন এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস বেশি প্রয়োজনীয়। আর একটি বিশ্বাস থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। সেটি হল, 'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেককিছু ভুলে যাবেন।' এই ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে অল্পস্বল্প উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধপথ্য শুরু করলে রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ২০ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব চিত্তভ্রংশ সচেতনতা দিবস' পালন করা হয়। আপামর জনগণের সদিচ্ছা এবং সচেতনতাই এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

অ্যারোমাথেরাপি

কী ও কেন?

ডাঃ শামসুল হক

অ্যারোমাথেরাপি হল আমাদের এই নির্মল প্রকৃতির বুকে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন ধরণের বনস্পতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করা নির্যাসের অনুসন্ধান করা এবং তা থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধি সামগ্রীর বাহ্যিক প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা কর্মের সুস্পাদন ঘটানোর অতি পুরাতন একটা পদ্ধতি মাত্র। যতদূর জানা গেছে মিশর ই হল এই ধরণের চিকিৎসা কার্যের মূল উৎপত্তি স্থল এবং সেটা পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন একটা প্রথাও। মিশরের চিকিৎসা তথা সংবাহনের দেবতা ইমাহতেপ ই হলেন এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল উদ্ভাবক। এই বিষয়ের উপর দীর্ঘদিন গবেষণাকর্ম চালিয়েছিলেন তিনি এবং সিদ্ধান্তও। তাঁরা তখন লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে পাওয়া তেল মানুষের নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে টেনে দেহে প্রবেশ করালে সেটা অতি সহজেই পৌঁছে যায় মস্তিষ্কেরই বিভিন্ন কোষে। আর তারই ফলস্বরূপ মানুষের দেহ এবং মনের মধ্যে অতি আচম্বিতেই ঘটে যেতে পারে নানান ধরণের পরিবর্তনও।

গবেষকরা আরও লক্ষ্য করেছেন, সেইসব তেলের নানান সুফল সম্প্রসারিত হতে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশে এবং তারপর ই মেলে ঈপ্সিত অনেক ফলাফলও। আর সেটা যে নিশ্চিতভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে মানুষের শরীর এবং স্বাস্থ্যের মূল্যবান এক রক্ষাকবচ হিসেবে সেই বিষয়েও একশো শতাংশ নিশ্চিত ও হয়েছিলেন তাঁরা।

পেয়েছিলেন আশাতীত সাফল্যও।

ইমাহতেপের বহুবিধ চিন্তাধারা এবং সেইসঙ্গে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ পদ্ধতিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে যে উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে উদ্ধুদ্ধ করেছিল সেটা হল, মিশরের মমি সংরক্ষণ পদ্ধতি। তিনি জানতেন দেবদারু ফল থেকে পাওয়া তেলের আছে জীবাণু ধ্বংস করার বিপুল ক্ষমতা। শুধু তাই নয়, সেই তেলর আছে জীবদেহের পচন রোধ করার বিশাল ক্ষমতাও। তাই সেটা দিয়েই সেই দেশের মানুষজন তাঁদের আপনজনদের দেহ সংরক্ষিত রাখতেন বছরের পর বছর। অতএব মহার্ঘ সেই তেল নিয়েই তখন মাথা ঘামাবার বিশেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি এবং দেখেছিলেন সফলতার মুখও।

সেইসময় ইমাহতেপ শুধুমাত্র সেটুকু জেনেই চুপচাপ বসে থাকেননি। চালিয়েছেন নিরলস গবেষণাকর্মও। আর তখন কেবলমাত্র দেবদারুর বীজের গোপন রহস্য জেনেই তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেননি তিনি। পাশাপাশি আরও অনেক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ এবং সেইসঙ্গে তাদের ফল থেকে পাওয়া তেল মানবদেহে প্রয়োগয় করে পরখ করেছিলেন তার ফলাফল এবং তারপর সেটা নিয়ে চালিয়ে ছিলেন আরও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজও।

সেইসময় তিনি সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন আরও অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষজনকেও এবং সকলে মিলে চালিয়েছিলেন নতুন নতুন অনেক গবেষণার কাজ এবং তারপর তাঁরা নিয়েছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ

প্রকৃতিক নিয়মেই সেইসব তেল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং মিষ্টি সুগন্ধযুক্ত হত বলে সেটা সকলের কাছে ভীষণ গ্রহণযোগ্য ও হয়ে উঠেছিল। শরীরের বিভিন্ন ধরণের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করা থেকে শুরু করে স্নায়ুর শক্তি বৃদ্ধি, দেহের বিভিন্ন অংশের চর্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি সহ অন্যান্য আরও অনেক রোগে সেটা বিপুলভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ও এনে দিয়েছিল। এই জাতীয় তেল আবার দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদাটুকু মেটাবার পর অবশিষ্ট অংশ মল - মূত্র হিসেবে আমাদের দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায় বলে দেহকে অতিরিক্ত ভার বহন করতেও হয় না।

অ্যারোমাথেরাপি অর্থাৎ এই সুগন্ধী চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু অতি সহজে পায়নি তার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিশ শতকের প্রথম দিকে মেলে তার স্বীকৃতি। ফরাসি রসায়নবিদ রানে মারিস গ্যাটেফস সাহেব অ্যারোমাথেরাপি নিয়ে চালিয়েছেন দীর্ঘ গবেষণাকর্ম। অত এব আজকের দিনের এই সিস্টেমের জনক ও যে তিনিই সেটা সকলে স্বীকার ও করে নিয়েছেন। তারপর মাদাম মুরে মার্কেরিও নামক এক মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানীও এই বিষয়ের উপর প্রচুর কাজ করেছেন এবং পেয়েছেন উল্লেখ যোগ্য সফলতাও। আজ ও বিজ্ঞানের এই চরম অগ্ গতির যুগে এই বিষয় নিয়ে চলছে নিরলস গবেষণাকর্ম ও। আর এই সত্যটাও সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বিভিন্ন সুগন্ধী তেল বা হরেক রকম প্রসাধনী সামগ্রী মানুষের নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও সফল একেবারে পুরোপুরিভাবেই।